QUR'AN RESEARCH FOUNDATION
কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন
11, Shahid Tajuddin Ahmed Sarani (7th Floor), Insaf Barakah Hospital Complex, Moghbazar, Dhaka, Bangladesh
Phone: 88-02-9341150, Mobile: 01199-474617, E-mail: qrfbd2012@gmail.com, Web: www.qrfbd.com

ফোর-ইন-ওয়ান কুরআন শিক্ষা কোর্স
(লেভেল-১, ২য় ব্যাচ-(ক্লাস-৭)
বিষয়: জ্ঞান অর্জনের প্রকৃত ইসলামী উৎসসমূহ(পর্ব-১)

জ্ঞানের উৎস জানার গুরুত্ব

- কোনটি সঠিক? জ্ঞানের উৎসের তালিকায় ভুল থাকলে জ্ঞান অর্জনের নীতিমালায়-
  ১. ভুল থাকবে ২. ভুল থাকবেনা ৩. অবশ্যই ভুল থাকবে ৪. বলা কঠিন

- কোনটি সঠিক? জ্ঞানের উৎসের তালিকায় ও নীতিমালায় ভুল থাকলে-
  ১. সঠিক জ্ঞান অর্জিত হবে ২. অবশ্যই ভুল জ্ঞান অর্জিত হবে
  ৩. ভুল জ্ঞান অর্জিত হতে পারে ৪. বলা কঠিন

- মুসলিম জাতির বর্তমান অধঃপতনের মূল কারণ কী?
  মূল শিক্ষায় ভুল ঢুকে যাওয়া

- কুরআন অবিকৃত থাকা সত্ত্বেও ইসলামের মূল শিক্ষায় ভুল ঢুকে যাওয়ার কারণ কোনটি?
  ১. কুরআন বুঝতে পারার ন্যায় একজন ব্যক্তিও মুসলিম বিশ্বে না থাকা
  ২. পুরো কুরআন কোনো মুসলমান পড়ে নাই
  ৩. কুরআনের অনেক মূল তথ্য সকল মুসলমান ভুলে গেছে
  ৪. গভীর ষড়যন্ত্র করে কুরআনের প্রকৃত শিক্ষা থেকে মুসলিমদের দূরে সরিয়ে নেয়া হয়েছে

- ইসলামের শিক্ষায় ভুল ঢুকানো এবং তা স্হায়ী করার জন্যে গোয়েন্দা আলিমরা কয়টি স্তরে কাজ করেছে?
  ৯টি
- ঐ ৯টি স্তরের প্রথমটি কী?

১. ইসলামী জ্ঞানের উৎসের তালিকা ও নীতিমালায় ভুল ঢুকিয়ে দেয়া
↓
২. কুরআনের জ্ঞান থেকে দূরে সরানোর ব্যবস্হা করা
↓
৩. সুন্নাহর জ্ঞান থেকে দূরে সরানোর ব্যবস্হা করা
↓
৪. কুরআনের চেয়ে হাদীসকে বেশি গুরুত্ব দেয়ার ব্যবস্হা করা
↓
৫. অভিনব পদ্ধতিতে ভুল তথ্য তৈরি করা

৬. ভুল তথ্যগুলো ফিকাহ শাস্ত্র ও মাদ্রাসার সিলেবাসে ঢুকিয়ে ব্যাপক প্রচার ও গ্রহণযোগ্যতা পাওয়ার ব্যবস্থা করা

↓

৭. মাদ্রাসায় সরাসরি কুরআন ও হাদীস পড়ানোর পরিবর্তে ফিকাহশাস্ত্র পড়িয়ে ইসলাম শিখতে বাধ্য ও উৎসাহিত করা

↓

৮. ফিকাহশাস্ত্রের সংস্করণ বন্ধ করে ঢুকিয়ে দেয়া মিথ্যা কথাগুলোর সংস্কারের পথ বন্ধ করা

↓

৯. মিথ্যা বা ভুল তথ্যগুলো মুসলিমদের বিনা দ্বিধায় গ্রহন করানোর জন্য অন্ধ অনুসরণ (তাকলীদ) চালু করা

জ্ঞান অর্জনের প্রচলিত ইসলামী উৎসসমূহ

- সঠিক না ভুল? জ্ঞানের প্রচলিত ইসলামী উৎসসমূহ হলো-
  ১. কুরআন ২. হাদীস ৩. ইজমা ৪. কিয়াস

- সঠিক না ভুল? কুরআন, হাদীস, ইজমা ও কিয়াসকে জ্ঞানের উৎস বিশ্বাস করা মুসলিমের সংখ্যা-
  ১. ৫% ২. ৫০% ৩. প্রায় ১০০% ৪. ১০০% ৫. বলা কঠিন

- কোনটি সঠিক? ইজমা ও কিয়াসের-
  ১. কোন মূল্য নেই
  ২. রিফরেন্স হিসেবে মূল্য পাবে
  ৩. উৎস হিসেবে মূল্য পাবে
  ৪. বলা কঠিন

জ্ঞান অর্জনের প্রকৃত ইসলামী উৎসসমূহ

- কোনটি সঠিক?
  ১. General knowledge অর্থ- সাধারণ জ্ঞান
  ২. Common sense অর্থ- সাধারণ জ্ঞান
  ৩. উভয়টি সঠিক
  ৪. কোনোটি সঠিক নয়

প্রকৃত অর্থ

- ❑ General knowledge অর্থ- অর্জিত সাধারণ জ্ঞান
- ❑ Common sense অর্থ- জন্মগতভাবে আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান

তাই, জীবন সম্পর্কিত জ্ঞান অর্জনের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত উৎসসমূহ হলো-

১. কুরআন
২. সুন্নাহ
৩. Common sense

বিজ্ঞান (Science) হলো Common sense এর মাধ্যমে উদ্ভাবিত বিশেষ জ্ঞান

কুরআন

জ্ঞানের আল্লাহ প্রদত্ত উৎস হওয়ার প্রমাণ আল কুরআন

তথ্য-১

وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا ۚ مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَٰكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا ۚ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ .

অনুবাদ :
আর এভাবে আমরা তোমার প্রতি আমাদের নির্দেশ সম্বলিত রূহ (ওহী/আল কুরআন) প্রেরণ করেছি। (এর পূর্বে) তুমি জানতেনা কিতাব ও ঈমান কী, কিন্তু আমরা এটিকে বানিয়েছি একটি (জ্ঞানের) আলো যা দিয়ে আমরা আমাদের বান্দাদের মধ্যে (অতাৎক্ষণিকভাবে) যাকে ইচ্ছা সঠিক পথে পরিচালিত করি। আর নিশ্চয় তুমি অবশ্যই স্থায়ী পথের দিকে আহ্বান করছো।(আশ শূরা/৪২ : ৫২)

ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ :
আর এভাবে আমরা তোমার প্রতি আমাদের নির্দেশ সম্বলিত ওহী/আল কুরআন প্রেরণ করেছি। এর পূর্বে তুমি জানতেনা কিতাব ও ঈমান কী। কিন্তু আমরা এটিকে (কুরআন) বানিয়েছি একটি জ্ঞানের আলো যা হলে আমাদের তৈরি প্রোগাম/নীতিমালা অনুযায়ী চেষ্টা-সাধনা করা বান্দারা সঠিক পথ পাবে। আর নিশ্চয় তুমি অবশ্যই স্থায়ী পথের দিকে আহ্বান করছো।

তথ্য-২

كِتَابٌ أُنزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُن فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ .

অনুবাদ : এটি একটি কিতাব যা তোমার প্রতি অবতীর্ণ করা হলো, সুতরাং এর মাধ্যমে সতর্ক করার ব্যাপারে তোমার সদরে যেন কোনো সন্দেহ/সংশয়/সংকোচ না থাকে এবং মু’মিনদের জন্য এটা অধ্যয়ন, স্মরণ ও অনুসরণের গ্রন্থ।(সুরা আ‘রাফ/৭ ; ২)

তথ্য-৩

ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ۛ فِيهِ ۛ

অনুবাদ : (এ হলো) সেই কিতাবখানি, এর মধ্যে কোনো সন্দেহ নেই। (সূরা বাকারা/২ : ২)
(এ হলো) সেই কিতাবখানি অংশের ব্যাখ্যা

কথাটির ব্যাখ্যা কী? এটি কুরআন না বলে, এটি সেই কিতাব বলা হয়েছে কেন? এ হলো সেই কিতাবখানি যা আসার ঘোষনা আমি পূর্বের সকল কিতাবে দিয়েছি।

তথ্য-৪

شَهْرُ رَمَضَانَ اَلَّذِيْ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدى وَالْفُرْقَانِ ج

অনুবাদ: রমযান মাস। যে মাসে কুরআন নাযিল হয়েছে। (কুরআন) সকল মানুষের জীবন পরিচালনার পথনির্দেশিকা (Mannual/মৌলিক জ্ঞানের উৎস) এবং পথনির্দেশিকার মধ্যে এটি স্পষ্টভাবে প্রমাণিত শিক্ষাধারণকারী ও সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী। (আল বাকারা/২ : ১৮৫)

তথ্য-৫

وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَ مَلٰئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَ رُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ الاخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَٰلاً بَعِيْدًا

অনুবাদ: আর যে আল্লাহ, ফেরেশতা, কিতাব (কুরআন), রাসূলগণ (সুন্নাহ) ও পরকালকে বিশ্বাস করেনা সে পথভ্রষ্ট হয়ে বহু দূরে চলে যাবে। (আন নিসা/৪ : ১৩৬)

তথ্য-৬

وَمَنْ يَعْصِ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَٰلاً مُّبِيْنًا

অনুবাদ : আর কেউ আল্লাহ (কুরআন) এবং তাঁর রাসূলকে (সুন্নাহ) অমান্য করলে সে স্পষ্টভাবে পথভ্রষ্ট হবে। (আল আহযাব/৩৩ : ৩৬)

আয়াতসমূহ থেকে নিশ্চিতভাবে জানা যায়- কুরআন জ্ঞানের আল্লাহ প্রদত্ত মূল প্রমাণিত উৎস।
আল হাদীস

হাদীস-১

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ .... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَا مِنَ الأَنْبِيَاءِ مِنْ نَبِيٍّ إِلاَّ قَدْ أُعْطِيَ مِنَ الآيَاتِ مَا مِثْلُهُ آمَنَ عَلَيْهِ الْبَشَرُ وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُ وَحْيًا أَوْحَى اللَّهُ إِلَيَّ فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

অনুবাদ : ইমাম মুসলিম (রহ.) আবূ হুরায়রা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের চতুর্থ ব্যক্তি কুতাইবাহ ইবন সাঈদ রহ. থেকে শুনে তাঁর সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন-

আবূ হুরাইরাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ (স.) বলেন, প্রত্যেক নবীকে আয়াতসমূহ (শিক্ষণীয় বিষয়) হতে যে পরিমাণ দেওয়া হয়েছে, সে পরিমাণের প্রতি মানুষ ঈমান এনেছে। পক্ষান্তরে আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাকে প্রদান করা হয়েছে একটি ওহী (পূর্ণাঙ্গ কিতাব)। সুতরাং কিয়ামাতের দিন আমার অনুসারীদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি হবে বলে আশা রাখি। (মুসলিম, আস-সহীহ, হাদীস নং-৪০২)

হাদীস-১

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ ... ...عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ : وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيٌّ، وَلَا نَصْرَانِيٌّ، ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ.

অনুবাদ: ইমাম মুসলিম (রহ.) আবূ হুরায়রা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি ইউনুস বিন আবদুল আ'লা থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ মুসলিম' গ্রন্থে লিখেছেন-

আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন- যার হাতে মুহাম্মাদের জীবন তাঁর কসম! এই উম্মতের (মানুষের) কেউই, চাই সে ইহুদী বা নাসারা (বা অন্য কিছু) হোক না কেন, আমার সম্পর্কে শুনবে অথচ যা নিয়ে আমি প্রেরিত হয়েছি (কুরআন) তার প্রতি ঈমান না এনে মারা যাবে, সে নিশ্চয়ই জাহান্নামের অধিবাসী হবে। (মুসলিম, আস-সহীহ, হাদীস নং- ৪০৩)

ব্যাখ্যা : ঈমান = জ্ঞান + বিশ্বাস। তাই, হাদীসখানির শিক্ষা হলো- যে ব্যক্তি হাদীস জানবে কিন্তু কুরআনের জ্ঞান অর্জন ও তা বিশ্বাস না করে মারা যাবে সে নিশ্চয় জাহান্নামের অধিবাসী হবে।

হাদীস-৩

أخرج الإمام الترمذي ... ...عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَقُولُ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ: مَنْ شَغَلَهُ الْقُرْآنُ عَنْ ذِكْرِي وَمَسْأَلَتِي أَعْطَيْتُهُ أَفْضَلَ مَا أُعْطِي السَّائِلِينَ، وَفَضْلُ كَلَامِ اللَّهِ عَلَى سَائِرِ الكَلَامِ كَفَضْلِ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ.

অনুবাদ : ইমাম তিরমিযী (রহ.) আবূ সাঈদ (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি মুহাম্মদ বিন ইসমাঈল থেকে শুনে তাঁর হাদীস গ্রন্থে বর্ণনা করেন-

আমার রব বলেন যারা কুরআন (গবেষণা) নিয়ে ব্যস্ত থাকার কারণে (অন্যভাবে) আমার যিক'র ও আমার কাছে দোয়া করার সুযোগ পায় না, আমি তাদেরকে দোয়াকারীর চেয়ে উত্তম প্রতিদান দেবো। আল্লাহর কালাম সকল কালামের চেয়ে উত্তম। যেমন সকল সৃষ্টির চেয়ে আল্লাহ উত্তম। (তিরমিযী, আস-সুনান, হাদীস নং ২৯২৬)

হাদীস-৪

أَخْرَجَ الْإِمَامُ التِّرْمِذِيُّ ... ...عَنْ الحَارِثِ، قَالَ : مَرَرْتُ فِي المَسْجِدِ فَإِذَا النَّاسُ يَخُوضُونَ فِي الأَحَادِيثِ فَدَخَلْتُ عَلَى عَلِيٍّ، فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، أَلَا تَرَى أَنَّ النَّاسَ قَدْ خَاضُوا فِي الأَحَادِيثِ، قَالَ: وَقَدْ فَعَلُوهَا؟ قُلْتُ: نَعَمْ.

قَالَ: " كِتَابُ اللَّهِ فِيهِ نَبَأُ مَا قَبْلَكُمْ وَخَبَرُ مَا بَعْدَكُمْ، وَحُكْمُ مَا بَيْنَكُمْ، وَهُوَ الفَصْلُ لَيْسَ بِالهَزْلِ، مَنْ تَرَكَهُ مِنْ جَبَّارٍ قَصَمَهُ اللَّهُ، وَمَنْ ابْتَغَى الهُدَى فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ، وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ المَتِينُ، وَهُوَ الذِّكْرُ الحَكِيمُ، وَهُوَ الصِّرَاطُ المُسْتَقِيمُ، هُوَ الَّذِي لَا تَزِيغُ بِهِ الأَهْوَاءُ، وَلَا تَلْتَبِسُ بِهِ الأَلْسِنَةُ، وَلَا يَشْبَعُ مِنْهُ العُلَمَاءُ، وَلَا يَخْلَقُ عَلَى كَثْرَةِ الرَّدِّ، وَلَا تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ،

هُوَ الَّذِي لَمْ تَنْتَهِ الجِنُّ إِذْ سَمِعَتْهُ حَتَّى قَالُوا: {إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ} [الجن: 2] مَنْ قَالَ بِهِ صَدَقَ، وَمَنْ عَمِلَ بِهِ أُجِرَ، وَمَنْ حَكَمَ بِهِ عَدَلَ، وَمَنْ دَعَا إِلَيْهِ هَدَى إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ.

অনুবাদ: ইমাম তিরমিযী (রহ.) হারেস (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি আবদ বিন হুমাইদ থেকে শুনে তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন-

হারেস (রা.) বলেন আমি মসজিদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম, দেখতে পেলাম লোকজন হাদীস নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত। তখন আমি আলী (রা.)-এর নিকট গিয়ে তাঁকে বললাম- হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি দেখছেন না যে লোকজন হাদীস নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত আছে? তিনি বললেন- তারা কি তা করছে? আমি বললাম হ্যাঁ! তারা তা করছে।

তখন আলী (রা.) বললেন-আমি রাসূলুল্লাহ (স.) কে বলতে শুনেছি যে, সাবধান থাক! অচিরেই মিথ্য হাদীস (فِتْنَةٌ) ছড়িয়ে পড়বে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, তা হতে বাঁচার উপায় কী? তিনি বললেন, আল্লাহর কিতাব, যাতে তোমাদের পূর্ব পুরুষদের ঘটনা এবং ভবিষ্যৎ কালের খবরও বিদ্যমান। আর তাতে আছে তোমাদের জন্য উপদেশাবলী ও আদেশ-নিষেধ। তা (কুরআন) সত্য এবং অসত্যের মধ্যে ফয়সালাকারী এবং তা উপহাসের বস্তু নয়। যে কেউ তাকে অহংকারপূর্বক পরিত্যাগ করে, আল্লাহ তাকে ধ্বংস করেন। আর যে তার (কুরআনের) হিদায়াত ছাড়া অন্য হিদায়াতের সন্ধান করে আল্লাহ তাকে পথভ্রষ্ট করেন। তা (কুরআন) আল্লাহর দৃঢ় রশি, মহাজ্ঞানীর বক্তব্য ধারণকারী গ্রন্থ এবং স্থায়ীভাবে সঠিক পথের দিকনির্দেশনা দানকারী

যা (কুরআন) দ্বারা অন্তর কলুষিত হয় না, মানুষ সন্দেহে পতিত হয় না এবং ধোঁকা খায় না। তা দ্বারা আলেমরা তৃপ্তি লাভ করে না। বারবার তা পাঠ করলেও পুরানো হয় না, তার নতুনত্বের শেষ হয় না। যখনই জ্বিন জাতি তা শুনল তখনই সাথে সাথে তারা বলল- নিশ্চয়ই আমরা আশ্চর্য কুরআন শুনেছি, যা সৎ পথের দিকে লোককে ধাবিত করে। সুতরাং আমরা এর প্রতি ঈমান এনেছি। যে ব্যক্তি কুরআন মোতাবেক কথা বলল সে সত্য বলল, যে তাতে আমল করল, সওয়াব প্রাপ্ত হলো, যে কুরআন মোতাবেক হুকুম করল সে ন্যায়-বিচার করল, যে ব্যক্তি কুরআনের দিকে মানুষকে ডাকবে সে স্থায়ী সৎপথ প্রাপ্ত হবে।

ইমাম আবূ ঈসা মুহাম্মদ বিন ঈসা বিন সাওরাহ আত-তিরমিযী, সুনানুত তিরমিযী, أَبْوَابُ فَضَائِلِ الْقُرْآنِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ(রাসূল স. থেকে বর্ণিত কুরআনের ফজিলত অধ্যায়), بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الْقُرْآنِ(কুরআনের ফজিলত পরিচ্ছেদ), হাদীস নং ২৯০৬, পৃ. ৫১০।

হাদীস-৫

أخرج الحاكم... ... ... عبد الله بن أبي سفيان : أنه سمع عمر بن الخطاب يقول : قيدوا العلم بالكتاب.

অনুবাদ : ইমাম হাকিম (রহ.) আব্দুল মালিক ইবন আব্দিল্লাহ ইবন আবী সুফিয়ান (রহ.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি আবূ আব্দিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন ইয়া'কূব (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'আল-মুস্তাদরাক' গ্রন্থে লিখেছেন-

আব্দুল মালিক ইবন আব্দিল্লাহ (রহ.) বলেন, উমার (রা.) বলেছেন - তোমরা আল্লাহর কিতাবকে জ্ঞানের মানদন্ড বানাও। (আল-হাকিম, আল-মুস্তাদরাক, হাদীস নং-৩৬০)

হাদীস-৬.১

أَخْرَجَ الْإِمَامُ النَّسَائِي ... ... عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ فِى خُطْبَتِهِ يَحْمَدُ اللَّهَ وَيُثْنِى عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ يَقُولُ « مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلاَ هَادِىَ لَهُ إِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَأَحْسَنَ الْهَدْىِ هَدْىُ مُحَمَّدٍ وَشَرَّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ وَكُلَّ ضَلاَلَةٍ فِى النَّارِ... ... ...

অনুবাদ : ইমাম নাসাঈ (রহ.) জাবির ইবন আব্দিল্লাহ (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি উতবাহ ইবন আব্দিল্লাহ (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সুনানুন নাসাঈ' গ্রন্থে লিখেছেন

জাবির ইব্‌ন আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স.) তাঁর খুৎবায় আল্লাহ তা'য়ালার যথাযোগ্য প্রশংসা এবং গুণ বর্ণনা করতেন। অতঃপর বলতেনÑ আল্লাহ (অতাৎক্ষণিকভাবে) যাকে হিদায়াত দান করবেন তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারবে না। আর যাকে তিনি (অতাৎক্ষণিকভাবে) পথভ্রষ্ট করবেন তাকে কেউ হিদায়াত প্রদান করতে পারবে না। নিশ্চয় একমাত্র নির্ভুল কথা হলো আল্লাহর কিতাব, আর সর্বোত্তম পথ হলো মুহাম্মাদ-এর পথ। আর সবচেয়ে নিকৃষ্ট বিষয় হলো (শরীয়াতের মধ্যে কোনো) নবউদ্ভাবিত বিষয়, আর প্রত্যেক নবউদ্ভাবিত বিষয় হলো পথভ্রষ্টতা, আর প্রত্যেক পথভ্রষ্টতাই জাহান্নামে যাবে। ... ...
(আন-নাসঈ, আস-সুনান, হাদীস নং-১৫৮৯)

হাদীস-৬.২

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِم ... ... عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِذَا خَطَبَ احْمَرَّتْ عَيْنَاهُ وَعَلاَ صَوْتُهُ وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ حَتَّى كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ يَقُولُ « صَبَّحَكُمْ وَمَسَّاكُمْ ». وَيَقُولُ « بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةَ كَهَاتَيْنِ ». وَيَقْرُنُ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى وَيَقُولُ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ وَشَرُّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ.

অনুবাদ : ইমাম মুসলিম (রহ.) জাবির ইবন আব্দিল্লাহ (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি মুহাম্মাদ ইবনিল মুছান্না (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন-

রসূলুল্লাহ (স.) যখন খুতবা (ভাষণ) দিতেন তখন তাঁর চক্ষুদ্বয় রক্তিম বর্ণ ধারণ করত, কণ্ঠস্বর জোরালো হতো এবং তাঁর রাগ বেড়ে যেত, এমনকি মনে হতো, তিনি যেন শত্রুবাহিনী সম্পর্কে সতর্ক করছেন আর বলছেন... ... ... তিনি (স.) আরও বলতেন-অতঃপর অবশ্যই সর্বোত্তম কথা হলো আল্লাহর কিতাব এবং সর্বোত্তম পথ হলো মুহাম্মাদ-এর পথ। অতীব নিকৃষ্ট বিষয় হলো (ধর্মের মধ্যে) নতুন উদ্ভাবন (বিদ'আত)। প্রতিটি বিদ'আত ভ্রষ্ট। (মুসলিম, আস-সহীহ, হাদীস নং-২০৪২)

সম্মিলিত ব্যাখ্যা : মানব জীবন সম্পর্কিত তাত্ত্বিক তথ্য ধারণকারী একমাত্র নির্ভুল গ্রন্থ হলো আল কুরআন। কুরআনের সবচেয়ে সঠিক বাস্তবায়ন/ব্যাবহারিক পদ্ধতি হলো মুহাম্মাদ (স.)-এর সুন্নাহ (হাদীস)।

হাদীস-৭

أَخْرَجَ الإِمَامُ الدَارِمِي ... ... عَنْ كَعْبٍ قَالَ : عَلَيْكُمْ بِالْقُرْآنِ ، فَإِنَّهُ فَهْمُ الْعَقْلِ وَنُورُ الْحِكْمَةِ وَيَنَابِيعُ الْعِلْمِ ، وَأَحْدَثُ الْكُتُبِ بِالرَّحْمَنِ عَهْداً وَقَالَ فِى التَّوْرَاةِ : يَا مُحَمَّدُ إِنِّى مُنَزِّلٌ عَلَيْكَ تَوْرَاةً حَدِيثَةً ، تَفْتَحُ فِيهَا أَعْيُناً عُمْياً وَآذَاناً صُمًّا وَقُلُوباً غُلْفاً.

অনুবাদ : ইমাম দারেমী (রহ.) কা'ব (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি হতে শুনে তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন-

কা'ব (রা.) বলেন, তোমরা কুরআনকে আঁকড়ে ধরো। কেননা, কমনসেন্স-এর উপলব্ধি, প্রজ্ঞার আলো, ইলমের ঝর্ণাধারা এবং কালের বিবেচনায় আল্লাহর কিতাবসমূহের মধ্যে এটি সবচেয়ে নবতর কিতাব। তিনি (কা'ব রা.) আরও বলেনÑ তাওরাত কিতাবে আছে, হে মুহাম্মদ! আমি আপনার প্রতি নবতর তাওরাত

11, Shahid Tajuddin Ahmed Sarani (7th Floor), Insaf Barakah Hospital Complex, Moghbazar, Dhaka, Bangladesh
Phone: 88-02-9341150, Mobile: 01199-474617, E-mail: qrfbd2012@gmail.com, Web: www.qrfbd.com

নাযিল করেছি, যা অন্ধ দৃষ্টিকে, বধির কানকে এবং অবদমিত মনকে (মনে থাকা আকল-কে) উন্মুক্ত করে দেবে। (দারেমী, আস-সুনান (বৈরূত : দারুল কিতাবিল আরাবী, ১৪০৭ হি.), হাদীস নং-৩৩২৭)

হাদীস-৮

বিদায় হাজ্জের ভাষন

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِم ... ...عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، فَسَأَلَ عَنِ الْقَوْمِ حَتَّى انْتَهَى إِلَيَّ، فَقُلْتُ: أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ ... ...

فَصَلَّى بِنَا، فَقُلْتُ: أَخْبِرْنِي عَنْ حَجَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: بِيَدِهِ فَعَقَدَ تِسْعًا، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَثَ تِسْعَ سِنِينَ لَمْ يَحُجَّ، ثُمَّ أَذَّنَ فِي النَّاسِ فِي الْعَاشِرَةِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاجٌّ، فَقَدِمَ الْمَدِينَةَ بَشَرٌ كَثِيرٌ، كُلُّهُمْ يَلْتَمِسُ أَنْ يَأْتَمَّ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَيَعْمَلَ مِثْلَ عَمَلِهِ، فَخَرَجْنَا مَعَهُ، ... ...

وَلَا تَشُكُّ قُرَيْشٌ إِلَّا أَنَّهُ وَاقِفٌ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، كَمَا كَانَتْ قُرَيْشٌ تَصْنَعُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَأَجَازَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ، فَوَجَدَ الْقُبَّةَ قَدْ ضُرِبَتْ لَهُ بِنَمِرَةَ، فَنَزَلَ بِهَا، حَتَّى إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ أَمَرَ بِالْقَصْوَاءِ، فَرُحِلَتْ لَهُ، فَأَتَى بَطْنَ الْوَادِي، فَخَطَبَ النَّاسَ وَقَالَ:

إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمَيَّ مَوْضُوعٌ، وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ، وَإِنَّ أَوَّلَ دَمٍ أَضَعُ مِنْ دِمَائِنَا دَمُ ابْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ، كَانَ مُسْتَرْضِعًا فِي بَنِي سَعْدٍ فَقَتَلَتْهُ هُذَيْلٌ،

وَرِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، وَأَوَّلُ رِبًا أَضَعُ رِبَانَا رِبَا عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ،

فَاتَّقُوا اللهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ، فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ،

وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ، كِتَابُ اللهِ،

وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي، فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ؟» قَالُوا: نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ وَأَدَّيْتَ وَنَصَحْتَ،

فَقَالَ: بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ، يَرْفَعُهَا إِلَى السَّمَاءِ وَيَنْكُتُهَا إِلَى النَّاسِ «اللهُمَّ، اشْهَدْ، اللهُمَّ، اشْهَدْ» ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ... ...

অনুবাদ : ইমাম মুসলিম (রহ.), জা'ফার ইবনু মুহাম্মাদ (রহ.)-এর বলা বর্ননা, সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি আবু বকর আবী শাইবা থেকে শুনে তাঁর হাদীসগ্রন্থে লিখেছেন-

জাফার ইবনু মুহাম্মাদ (রহ.) বলেন, আমার বাবা বলেছেন যে, আমরা জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ (রা.)-এর কাছে গেলাম। তিনি সকলের পরিচয় জিজ্ঞেস করলেন। অবশেষে আমার পরিচয় জানতে চাইলেন। আমি বললাম, আমি মুহাম্মাদ ইবনু 'আলী ইবনু হুসায়ন।... ... ... তিনি আমাদের নিয়ে সলাতের ইমামত করলেন। অতঃপর আমি বললাম, আপনি আমাদেরকে রসূলুল্লাহ (সা.)-এর হাজ্জ সম্পর্কে অবহিত করুন। জাবির (রা.) স্বহস্তে নয় সংখ্যার প্রতি ইঙ্গিত করে বললেন- রসূলুল্লাহ নয় বছর (মদীনায়) অবস্থান করেন এবং এ সময়ের মধ্যে হাজ্জ করেননি। অতঃপর ১০ম বর্ষে লোকদের মধ্যে ঘোষণা দেয়া হল যে, রসূলুল্লাহ (সা.)- এ বছর হাজ্জে যাবেন। তাদের প্রত্যেকে রসূলুল্লাহ (সা.)-এর অনুসরণ করতে এবং তাঁর অনুরূপ 'আমল করতে আগ্রহী ছিল। আমরা তাঁর সঙ্গে রওনা হলাম।... ... ...

কুরায়শগণ (কুরায়শসাহাবীগণ) নিঃসন্দেহ ছিল যে- নবী (সা.) মাশ'আরুল হারামের কাছে অবস্থান করবেন যেমন জাহিলী যুগে কুরায়শগণ করত। কিন্তু রসূলুল্লাহ (সা.) সামনে অগ্রসর হলেন। অতঃপর 'আরাফায় পৌঁছলেন এবং দেখতে পেলেন নামিরায় তাঁর জন্য তাঁবু খাটানো হয়েছে। তিনি সেখানে অবতরণ করলে।

অতঃপর যখন সূর্য ঢলে পড়ল, তখন তিনি তাঁর ক্বাস্ওয়া (নামক উষ্ট্রী)-কে প্রস্তুত করার নির্দেশ দিলেন। তার পিঠে হাওদা লাগানো হ'ল। অতঃপর তিনি বাত্বনে ওয়াদীতে এলেন এবং সমবেত মানুষের উদ্দেশে ভাষণ দিলেন। তিনি বললেন-

(১) নিশ্চয় তোমাদের রক্ত (জীবন) ও তোমাদের সম্পদ তোমাদের জন্য সম্মানীত/নিরাপদ যেমন সেগুলো সম্মানীত/নিরাপদ তোমাদের এ দিনে, তোমাদের এ মাসে এবং তোমাদের এ শহরে।''

(২) ''সাবধান! জাহিলী যুগের সকল কিছু আমার উভয় পায়ের নীচে পিষ্ট হয়ে বাতিল হলো''।

(৩) ''জাহিলী যুগের রক্তের দাবিও বাতিল হলো। আমি সর্বপ্রথম যে রক্তপণ বাতিল করছি, তা হল আমাদের বংশের রবী'আহ্ ইবনু হারিসের পুত্রের রক্তপণ। সে শিশু অবস্থায় বানূ সা'দ এ দুগ্ধপোষ্য ছিল, তখন হুযায়ল গোত্রের লোকেরা তাকে হত্যা করে''।

(৪) ''জাহিলী যুগের সুদও বাতিল হল। আমি প্রথম যে সুদ বাতিল করছি তা হল আমাদের বংশের 'আব্বাস ইবনু 'আবদুল মুত্ত্বালিবের সুদ। তার সমস্ত সুদ বাতিল হল''।

(৫) ''আর তোমরা স্ত্রীদে ব্যাপারে আল্লাহ সচেতন হও (কুরআনের আদেশ, নিষেধ ও উপদেশ জান ও অনুসরণ কর)।

তোমরা তাদেরকে আল্লাহর আমানত হিসেবে গ্রহন করেছো। আর আল্লাহর কালিমার মাধ্যমে (বিবাহের মাধ্যমে) তাদের লজ্জাস্থান নিজেদের জন্য হালাল করেছ। তাদের উপরে তোমাদের অধিকার এই যে, তারা তোমাদের শয্যায় এমন লোককে আশ্রয় দেবে না যাকে তোমরা অপছন্দ কর। যদি তারা এরূপ করে, তবে হালকাভাবে শাসন কর। আর তোমাদের নিকট ন্যায়সঙ্গত ভরণ-পোষণ ও পোশাক-পরিচ্ছদ পাওয়ার অধিকার তাদের রয়েছে।

(৬) ''আর নিশ্চয় আমি তোমাদের মাঝে এমন কিছু রেখে যাচ্ছি যা আঁকড়ে ধরে থাকলে তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। (তা হলো) আল্লাহর কিতাব।''

(৭) ''আর আমার সম্পর্কে তোমরা জিজ্ঞাসিত হলে, তোমরা কী বলবে?'' তারা বলল- ''আমরা সাক্ষ্য দিব যে, আপনি (আল্লাহর বাণী) পৌঁছিয়েছেন, আপনার হাক্ব আদায় করেছেন এবং সদুপদেশ দিয়েছেন''। অতঃপর তিনি তর্জনী আকাশের দিকে তুলে মানুষদের ইশারা করে বললেন, ''হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাক, হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাক, তিনি তিনবার এরূপ বললেন।... ... ...

(সহীহ মুসলিম, كِتَابُ الْحَجِّ (হজ্ব অধ্যায়), بَابُ حَجَّةِ হাদীস নং ১২১৮, পৃ. ৩৩৮)

ব্যাখ্যা : হাদীসটির প্রধান দু'টি দিক হলো-

১. রাসুল (স.)-এর কুরআনে বর্ণিত হাজ্জ আমলটি বাস্তবে পালন করে মানুষকে দখেয়িে দয়ো।

২. রাসুল (স.)-এর আরাফার ভাষণ।

আরাফার ভাষণে রাসুল (স.) কুরআনের বেশকিছু মৌলিক বিষয় ব্যাখ্যামূলকভাবে/হাদীস আকারে উপস্থাপন করেছেন। আবার এটিও বলেছেন যে- কুরআন আঁকড়ে ধরে থাকলে মানুষ পথভ্রষ্ঠ হবে না।

অন্যদিকে সাহাবীগণ সক্ষী দিতে যেয়ে বলেছেন-

১.আপনি আল্লাহর বাণী পৌঁছেছেন

২.আপনার হাক্ব আদায় করেছেন

৩.সদুপদেশ দিয়েছেন।

তাই, হাদীসখানির শিক্ষা হলো-

১.কুরআন হলো মূল জ্ঞান ও মানদন্ড।

২.রাসুল (স.)-এর কথা ও কাজ হলো কুরআনের ব্যাখ্যা।

হাদীস-৯

أَخْرَجَ الْإِمَامُ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ الْحَاكِمُ ... ...عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ فَلَنْ تَضِلُّوا أَبَدًا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... ...

অনুবাদ: *ইমাম আবূ 'আবদুল্লাহ আল-হাকেম (রহ.) ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ১০ম ব্যক্তি আবূ বকর আহমাদ বিন ইসহাক থেকে শুনে তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন-*

ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, রাসূল (স.) বিদায় হজ্জের ভাষণে বলেছেন ... ... হে মানুষ নিশ্চয় আমি তোমাদের মাঝে এমন দুটো জিনিস রেখে গেলাম, যতোক্ষণ তা আঁকড়ে ধরে রাখবে (জ্ঞান অর্জন ও অনুসরণ করবে) তোমরা কিছুতেই পথভ্রষ্ট হবে না, তা হল আল্লাহর কিতাব (কুরআন) ও তার নবীর (স.) সুন্নাহ ... ...

ইমাম আবূ আল মুসতাদরাক 'আলাস-সহীহাইন, كِتَابُ الْعِلْمِ (জ্ঞান অধ্যায়), হাদীস নং ৩১৮, পৃ. ১২২।

হাদীস-১০

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ ... ...عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ.

অনুবাদ : ইমাম বুখারী (রহ.) ওসমান ইবনে আফ্ফান (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি হাজ্জাজ বিন মিনহাল (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন- ওসমান ইবনে আফ্ফান (রা.) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন- তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি সবচেয়ে উত্তম যে নিজে কুরআনের জ্ঞান অর্জন করে এবং অন্যকে সে জ্ঞান শেখায়। বুখারী, আস-সহীহ, হাদীস নং ৫০২৭।

হাদীস-১১

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ ... ...عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَا تَكْتُبُوا عَنِّي، وَمَنْ كَتَبَ عَنِّي غَيْرَ الْقُرْآنِ فَلْيَمْحُهُ، وَحَدِّثُوا عَنِّي، وَلَا حَرَجَ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ - قَالَ هَمَّامٌ: أَحْسِبُهُ قَالَ - مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ "

অনুবাদ : ইমাম মুসলিম (রহ.) আবু সাঈদ আল খুদরী (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি হাদ্দাব ইবনু খালিদ আল আয্দী (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন- আবু সাঈদ আল খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স.) বলেন- আমার মুখ নিঃসৃত বাণী (হাদীস) তোমরা লিপিবদ্ধ করো না। কুরআন ছাড়া কেউ যদি আমার কথা লিপিবদ্ধ করে থাকে তবে সে সেটা যেন মুছে ফেলে। আমার হাদীস (মুখে মুখে) বর্ণনা করো, এতে কোনো অসুবিধা নেই। যে লোক আমার ওপর মিথ্যারোপ করে- হাম্মাম (রহ.) বলেন, আমার ধারণা হয় তিনি বলেছেন ইচ্ছাকৃতভাবে, তবে সে যেন জাহান্নামে তার বাসস্থান নির্ধারণ করে নেয়। মুসলিম, আস-সহীহ, হাদীস নং ৭৭০২।

ব্যাখ্যা : হাদীসটি মাক্কী জীবনের। তাই, হাদীসটির ভিত্তিতে সহজে বলা যায়- মাক্কী জীবনে তথা নবুওয়াতের প্রথম ১৩ বছর সকল হাদীস প্রচারিত হয় রসূল (স.)-এর কাছ থেকে শোনার পর মুখে মুখে।

আর এটি করার কারণ ছিল- কুরআনের সাথে হাদীস মিশ্রিত হয়ে মানব সভ্যতার মহাক্ষতি রোধ করা। শোনার সাথে সাথে কোনটি কুরআন ও কোনটি হাদীস তা বোঝার যোগ্যতা সাহাবীগণের সৃষ্টি হওয়ার আগ পর্যন্ত এ নিষেধাজ্ঞা বহাল ছিল। আয়াতসমূহ থেকে নিশ্চিতভাবে জানা যায়- কুরআন জ্ঞানের আল্লাহ প্রদত্ত মূল প্রমাণিত উৎস।

সুন্নাহ
জ্ঞানের আল্লাহ প্রদত্ত উৎস হওয়ার প্রমাণ
আল কুরআন
তথ্য-১

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ .

অনুবাদ: আর তোমার প্রতি যিকির (কুরআন) অবতীর্ণ করেছি যাতে তুমি মানুষকে (কথা, কাজ ও অনুমোদনের মাধ্যম) স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিতে পার যা তাদের জন্য অবতীর্ণ করা হয়েছে এবং তারাও যেন (কুরআন ও সুন্নাহ) নিয়ে চিন্তা-গবেষনা করে। (আন নাহল/১৬ : ৪৪)

তথ্য-২

كِتَابٌ أُنزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُن فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ .

অনুবাদ : এটি একটি কিতাব যা তোমার প্রতি অবতীর্ণ করা হলো, সুতরাং এর মাধ্যমে সতর্ক করার ব্যাপারে তোমার সদরে যেন কোনো সন্দেহ/সংশয়/সংকোচ না থাকে এবং মু'মিনদের জন্য এটা অধ্যয়ন, স্মরণ ও অনুসরণের গ্রন্থ। (সুরা আ'রাফ/৭ ; ২)

তথ্য-৩

لَاتُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ. اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ. فَإِذَاقَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَابَيَانَه.

অনুবাদ: (হে নবী) তোমার জিহবাকে তার (ওহীর) সাথে নাড়াবে না, তা (ওহী বা কুরআন) তাড়াতাড়ি (মুখস্থ) করার জন্য। নিশ্চয় এটি মুখস্থ এবং পাঠ করানোর দায়িত্ব আমাদের। সুতরাং যখন আমরা তা পাঠ করি তখন আপনি এর পঠনের (পঠন পদ্ধতির) অনুসরণ করুন। অত:পর এর ব্যাখ্যা বুঝিয়ে দেয়ার দায়িত্বও নিশ্চয় আমাদের। (কিয়ামাহ/৭৫ : ১৬-১৯)

তথ্য-৪

مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ۖ

অনুবাদ: যে রাসূলের আনুগত্য করলো সে আল্লাহরই আনুগত্য করলো।(আন নিসা/৪ : ৮২)

তথ্য-৫

وَمَا اٰتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهكُمْ عَنْهُ فَنْتَهُو.

অনুবাদ: রাসূল (কথা, কাজ ও সমর্থনের মাধ্যমে) যা কিছু তোমাদের দিয়েছেন তা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেছেন তা বর্জন করো। (আল হাশর/৫৯ : ৭)

তথ্য-৬

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى . اِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُّوْحى .

অনুবাদ: আর সে (রাসূল) মনগড়া কথা বলে না। এটা তার প্রতি প্রেরিত ওহী ছাড়া কিছু নয়। (আন নাজম/৫৩ : ৩, ৪)

তথ্য-৭

وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَ مَلَيِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَ رُسُلِهِ وِالْيَوْمِ الاخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَلاً بَعِيْدًا

অনুবাদ: আর যে আল্লাহ, ফেরেশতা, কিতাব (কুরআন), রাসূলগণ (সুন্নাহ) ও পরকালকে বিশ্বাস করেনা সে পথভ্রষ্ট হয়ে বহু দূরে চলে যাবে। (আন নিসা/৪ : ১৩৬)

তথ্য-৮

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهُ وَ رَسُوْلَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَلاً مُّبِيْنَا

অনুবাদ : আর কেউ আল্লাহ (কুরআন) এবং তাঁর রাসূলকে (সুন্নাহ) অমান্য করলে সে স্পষ্টভাবে পথভ্রষ্ট হবে। (আল আহযাব/৩৩ : ৩৬)

আয়াতসমূহ থেকে নিশ্চিতভাবে জানা যায়- হাদীস জ্ঞানের আল্লাহ প্রদত্ত প্রমাণিত উৎস। কিন্তু মূল নয়। এটি কুরআনের ব্যাখ্যা।

আল হাদীস

হাদীস-১

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ ... ...عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِى عَائِشَةَ أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى (لاَ تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ) قَالَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كَانَ يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ إِذَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ ، فَقِيلَ لَهُ (لاَ تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ) - يَخْشَى أَنْ يَنْفَلِتَ مِنْهُ - (إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ) أَنْ نَجْمَعَهُ فِى صَدْرِكَ ، وَقُرْآنَهُ أَنْ تَقْرَأَهُ (فَإِذَا قَرَأْنَاهُ) يَقُولُ أُنْزِلَ عَلَيْهِ (فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ * ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ) أَنْ نُبَيِّنَهُ عَلَى لِسَانِكَ.

অনুবাদ : ইমাম বুখারী (রহ.) মূসা বিন আবূ 'আয়িশা (রহ.)-এর বর্ণনা সনদের ৩য় ব্যক্তি ওবায়দুল্লাহ বিন মূসা থেকে শুনে তাঁর সহীহ গ্রন্থে লিখেছেন- মূসা বিন আবূ 'আয়িশা (রহ.) বলেন, তিনি لاَ تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ আল্লাহর এই বাণী সম্পর্কে সা'ঈদ ইব্‌নু যুবায়র (রা.)-কে জিজ্ঞেস করার পর তিনি বলেন, ইব্‌নু 'আব্বাস (রা.) বলেছেন- নবী (স.)-এর প্রতি যখন ওহী অবতীর্ণ করা হত, তখন তিনি তাঁর ঠোঁট দু'টো দ্রুত নাড়তেন। তখন তাঁকে বলা হলো, তাড়াতাড়ি ওহী মুখস্থ করার জন্য তুমি তোমার জিহ্বা নাড়বে না। নবী (স.) ওহী ভুলে যাবার আশঙ্কায় এমন করতেন। আমরা তোমার স্মৃতিতে এটি সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা করবো (কুরআন- নিশ্চয় এ কুরআন মুখস্থ ও পাঠ করিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব আমাদেরই)। আর যখন পাঠ করা হবে তখন তুমি তার পঠন পদ্ধতি অনুসরণ করে পাঠ করবে। আর এর সঠিক ব্যাখ্যা আমরা তোমার মুখ দিয়ে বর্ণনা করাবো (কুরআন- এরপর এর ব্যাখ্যা বুঝিয়ে দেওয়ার দায়িত্বও আমাদের)।
বুখারী, আস-সহীহ, হাদীস নং-৪৬৪৪।

ব্যাখ্যা : হাদীসটি থেকে সরাসরি জানা যায়Ñ সুন্নাহ আল্লাহ তা'য়ালার শেখানো কুরআনের ব্যাখ্যা। তাই, হাদীসটির ভিত্তিতে নিশ্চিতভাবে বলা যায়, সুন্নাহ হলো আল্লাহ প্রদত্ত প্রমাণিত জ্ঞান।

হাদীস-২

أَخْرَجَ الْإِمَامُ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ الْحَاكِمُ ... ...عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ فَلَنْ تَضِلُّوا أَبَدًا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... ...

অনুবাদ: ইমাম আবূ 'আবদুল্লাহ আল-হাকেম (রহ.) ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ১০ম ব্যক্তি আবূ বকর আহমাদ বিন ইসহাক থেকে শুনে তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন-

ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, রাসূল (স.) বিদায় হজ্জের ভাষণে বলেছেন ... ... হে মানুষ নিশ্চয় আমি তোমাদের মাঝে এমন দুটো জিনিস রেখে গেলাম, যতোক্ষণ তা আঁকড়ে ধরে রাখবে (জ্ঞান অর্জন ও অনুসরণ করবে) তোমরা কিছুতেই পথভ্রষ্ট হবে না, তা হল আল্লাহর কিতাব (কুরআন) ও তার নবীর (স.) সুন্নাহ ... ...

ইমাম আবূ আল মুসতাদরাক 'আলাস-সহীহাইন, كِتَابُ الْعِلْمِ (জ্ঞান অধ্যায়), হাদীস নং ৩১৮, পৃ. ১২২।

হাদীস-৩.১

أَخْرَجَ الْإِمَامُ النَسَائِي ... ... عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ فِى خُطْبَتِهِ يَحْمَدُ اللَّهَ وَيُثْنِى عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ يَقُولُ « مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلاَ هَادِىَ لَهُ إِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَأَحْسَنَ الْهَدْىِ هَدْىُ مُحَمَّدٍ وَشَرَّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ وَكُلَّ ضَلاَلَةٍ فِى النَّارِ... ... ...

অনুবাদ : ইমাম নাসাঈ (রহ.) জাবির ইবন আব্দিল্লাহ (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি উতবাহ ইবন আব্দিল্লাহ (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সুনানুন নাসাঈ' গ্রন্থে লিখেছেন-জাবির ইব্‌ন আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স.) তাঁর খুৎবায় আল্লাহ তা'য়ালার যথাযোগ্য প্রশংসা এবং গুণ বর্ণনা করতেন। অতঃপর বলতেন- আল্লাহ (অতাৎক্ষণিকভাবে) যাকে হিদায়াত দান করবেন তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারবে না। আর যাকে তিনি (অতাৎক্ষণিকভাবে) পথভ্রষ্ট করবেন তাকে কেউ হিদায়াত প্রদান করতে পারবে না। নিশ্চয় একমাত্র নির্ভুল কথা হলো আল্লাহর কিতাব, আর সর্বোত্তম পথ হলো মুহাম্মাদ-এর পথ। আর সবচেয়ে নিকৃষ্ট বিষয় হলো (শরীয়াতের মধ্যে কোনো) নবউদ্ভাবিত বিষয়, আর প্রত্যেক নবউদ্ভাবিত বিষয় হলো পথভ্রষ্টতা, আর প্রত্যেক পথভ্রষ্টতাই জাহান্নামে যাবে। ... ... আন-নাসঈ, আস-সুনান, হাদীস নং-১৫৮৯।

হাদীস-৩.২

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِم ... ... عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِذَا خَطَبَ احْمَرَّتْ عَيْنَاهُ وَعَلاَ صَوْتُهُ وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ حَتَّى كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ يَقُولُ « صَبَّحَكُمْ وَمَسَّاكُمْ ». وَيَقُولُ « بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةَ كَهَاتَيْنِ ». وَيَقْرُنُ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى وَيَقُولُ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ وَشَرُّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ.

অনুবাদ : ইমাম মুসলিম (রহ.) জাবির ইবন আব্দিল্লাহ (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি মুহাম্মাদ ইবনিল মুছান্না (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন-

রসূলুল্লাহ (স.) যখন খুতবা (ভাষণ) দিতেন তখন তাঁর চক্ষুদ্বয় রক্তিম বর্ণ ধারণ করত, কণ্ঠস্বর জোরালো হতো এবং তাঁর রাগ বেড়ে যেত, এমনকি মনে হতো, তিনি যেন শত্রুবাহিনী সম্পর্কে সতর্ক করছেন আর

বলছেন... ... ... তিনি (স.) আরও বলতেন-অতঃপর অবশ্যই সর্বোত্তম কথা হলো আল্লাহর কিতাব এবং সর্বোত্তম পথ হলো মুহাম্মাদ-এর পথ। অতীব নিকৃষ্ট বিষয় হলো (ধর্মের মধ্যে) নতুন উদ্ভাবন (বিদ‘আত)। প্রতিটি বিদ‘আত ভ্রষ্ট। মুসলিম, আস-সহীহ, হাদীস নং-২০৪২।

ব্যাখ্যা : মানব জীবন সম্পর্কিত তাত্ত্বিক কথা ধারণকারী একমাত্র নির্ভুল গ্রন্থ হলো আল কুরআন। আর কুরআনের বিষয়ের সবচেয়ে সঠিক বাস্তবায়ন/ ব্যাবহারিক পদ্ধতি হলো মুহাম্মাদ (স.)-এর সুন্নাহ (হাদীস)।

হাদীস-৪

أَخْرَجَ الْإِمَامُ أَبِي دَاود ... ...عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ كُنْتُ أَكْتُبُ كُلَّ شَىْءٍ أَسْمَعُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أُرِيدُ حِفْظَهُ فَنَهَتْنِى قُرَيْشٌ وَقَالُوا أَتَكْتُبُ كُلَّ شَىْءٍ تَسْمَعُهُ وَرَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- بَشَرٌ يَتَكَلَّمُ فِى الْغَضَبِ وَالرِّضَا فَأَمْسَكْتُ عَنِ الْكِتَابِ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَأَوْمَأَ بِأُصْبُعِهِ إِلَى فِيهِ فَقَالَ : اكْتُبْ فَوَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ مَا يَخْرُجُ مِنْهُ إِلاَّ حَقٌّ.

অনুবাদ : ইমাম আবূ দাউদ (রহ.) ‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘আমর (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি মুসাদ্দাদ (রহ.) থেকে শুনে তাঁর ‘সুনান’ গ্রন্থে লিখেছেন-‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘আমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- আমি রসূলুল্লাহ (স.)-এর কাছে যা কিছু শুনতাম লিখে রাখতাম। মনে রাখার জন্যই আমি এরূপ করতাম। কুরাইশরা আমাকে সবকিছু লিখতে বারণ করলেন এবং বললেন- তুমি কি রসূলুল্লাহর (স.)-এর কাছ হতে শোনা সবকিছুই লিখে রাখো? তিনি তো একজন মানুষ, রাগ ও শান্ত উভয় অবস্থায় কথা বলে থাকেন। সুতরাং আমি লেখা স্থগিত রাখলাম। আমি এটা রসূলুল্লাহর (স.)-এর কাছে উল্লেখ করলাম। তিনি আঙুল দিয়ে তাঁর মুখের দিকে ইশারা করে বললেন- তুমি লিখে রাখো, সেই সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! এ মুখ হতে সর্বাবস্থায় সত্য ছাড়া অন্য কিছু বের হয় না। আবূ দাউদ, আস-সুনান, হাদীস নং-৩৬৪৮।

হাদীস-৫

أخرج الحاكم ... ...أن عبد الله بن عمرو حدثهم : أنه قال : يا رسول الله أكتب ما أسمع منك ؟ قال : نعم قلت : عند الغضب و عند الرضا ؟ قال : نعم إنه لا ينبغي لي أن أقول إلا حقا.

অনুবাদ : ইমাম হাকিম (রহ.) আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৭ম ব্যক্তি আবুল ‘আব্বাস মুহাম্মাদ ইবন ইয়া‘কূব (রহ.) থেকে শুনে তাঁর ‘আল-মুস্তাদরাক’ গ্রন্থে লিখেছেন-

আব্দুল্লাহ ইবন আমর (রা.) বলেন, (আমি রাসূলুল্লাহ স. কে বললাম :) হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনার কাছ থেকে যা শুনি তা কি লিপিবদ্ধ করবো? তিনি বললেন : হ্যাঁ। আমি বললাম : আপনার রাগান্বিত ও খুশি উভয় অবস্থায়ই? তিনি বললেন : হ্যাঁ। কেননা হক কথা ব্যতীত কোনো কথা বলা আমার জন্য শোভনীয় নয়। আল-হাকিম, আল-মুস্তাদরাক, হাদীস নং-৩৫৮।

হাদীসসমূহ থেকে নিশ্চিতভাবে জানা যায়- হাদীস জ্ঞানের আল্লাহ প্রদত্ত প্রমাণিত উৎস। কিন্তু মূল নয়। এটি কুরআনের ব্যাখ্যা।

Common sense

জ্ঞানের আল্লাহ প্রদত্ত উৎস হওয়ার প্রমাণ যুক্তির আলোকে

যুক্তি-১

জীবনকে শান্তিময় করার লক্ষ্যে শরীরের ভিতরে উপকারী (সঠিক) জিনিস ঢুকতে দেয়া এবং ক্ষতিকর (ভুল) জিনিস (রোগ সৃষ্টিকারী বিষয়) ঢুকা প্রতিরোধ করতে রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্হা (Immunological System) নামের এক মহাকল্যাণকর দারোয়ান আল্লাহ সকল মানুষকে জন্মগতভাবে দিয়েছেন।

- কোনটি সঠিক? জীবনকে শান্তিময় করার জন্য জ্ঞানের মধ্যে সঠিক তথ্য ঢুকতে দেয়া এবং ভুল তথ্য ঢোকা প্রতিরোধ করার জন্য কোন দারোয়ান থাকা-

  ১. তেমন দরকার না ২. খুবই দরকার ৩. বলা কঠিন

জ্ঞানের মধ্যে সঠিক তথ্য ঢুকতে দেয়া এবং ভুল তথ্য ঢুকা প্রতিরোধ করার জন্য মানুষকে জন্মগতভাবে আল্লাহর দেয়া সেই মহাকল্যাণকর দারোয়ান হলো বোধশক্তি, Common sense, عَقْلٌ বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান।

(আকল, নুহা, সাফাহ; বিবেক, বোধশক্তি, কান্ডজ্ঞান, হুশ; Logic, Conscience, Reasoning, Justification, Instinct, Rationality)

যুক্তি-২

- কোনটি সঠিক? মুসলিম ঘরে জন্মগ্রহণ করা শতকরা কতোজন ব্যক্তির অন্যধর্ম গ্রন্থের গ্রহণযোগ্য পরিমান জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব হয়-

  ১. ৫০ জন ২. ১০ জন ৩. প্রায় শূন্য জন ৪. বলা কঠিন

- কোনটি সঠিক? অমুসলিম ঘরে জন্মগ্রহণ করা শতকরা কতোজন ব্যক্তির কুরআন ও সুন্নাহর গ্রহণযোগ্য পরিমান জ্ঞান অর্জন করা উচিৎ বলে দাবি করা যেতে পারে-

  ১. ৫০% ২. ১০% ৩. প্রায় ০% ৪. বলা কঠিন

কোনো মানুষ নিজ ইচ্ছায় মুসলিম বা অমুসলিম ঘরে জন্মায়না। মহান আল্লাহই তাকে সেখানে পাঠান।

- কোনটি সঠিক? পরকালে কর্মের ভিত্তিতে বিচার করা হবে-

  ১. শুধু মুসলিম ঘরে জন্মগ্রহন করা মানুষদের
  ২. সকল মানুষদের
  ৩. কোনটি সঠিক নয়
  ৪. বলা কঠিন

- কোনটি সঠিক? ইসলাম মানার ভিত্তিতে করা শেষ বিচার ন্যায় বিচার হওয়ার জন্য সকল মানুষের জন্মগতভাবে ইসলাম জানার একটি উৎস থাকা-

  ১. উচিৎ ২. উচিৎ না ৩. অবশ্যই উচিৎ ৪. বলা কঠিন

এ কথাটিই মহান আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন এভাবে-

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُوْلاً .

অনুবাদ: আর আমি কাউকে শাস্তি দেই না যতোক্ষণ না কোনো বার্তাবাহক (সত্যের দাওয়াত নিয়ে) তার নিকট পৌঁছায়। (বনী-ইসরাইল/১৭ : ১৫)

وَمَا اَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلاَّ لَهَا مُنْذِرُوْنَ .

অনুবাদ: আমি কোনো জনপদকে ধ্বংস করিনি যতোক্ষণ না কোনো সতর্ককারী তাদের মধ্যে উপস্থিত ছিল। (আশ শু'য়ারা/২৬ : ২০৮)

ذَٰلِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ.

অনুবাদ : এটি (দ্বীন জানিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা) এ জন্য যে, তোমার রব কোনো জনপদকে (তার আদেশ সম্পর্কে) অনবহিত থাকা অবস্থায় ধ্বংস করার ন্যায় যুলুম করেন না। (আল আন'আম/৬ : ১৩১)

وَاِنْ اَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ اسْتَجَارَكَ فَاَجِرْهُ حَتّٰى يَسْمَعَ كَلَامَ اللّٰهِ ثُمَّ اَبْلِغْهُ مَاْمَنَهٗ ؕ ذٰ لِكَ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُوْنَ.

অনুবাদ : আর মুশরিকদের মধ্যে কেউ তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করলে তুমি তাকে আশ্রয় দেবে যাতে সে আল্লাহর বাণী শুনতে পায়, অতঃপর তাকে তার নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দেবে। এটি এ জন্য যে, তারা এমন এক সম্প্রদায় যারা (কুরআনের) জ্ঞান রাখে না (জন্মের স্থানের কারণে)। (সুরা তাওবা/৯ : ৬)

- তাহলে কোনটি সঠিক? মুসলিম ও অমুসলিম ঘরে জন্মগ্রহণ করা সকল মানুষের জন্মগতভাবে ইসলাম জানার একটি ব্যবস্থা মহান আল্লাহ-
  ১. অবশ্যই করেছেন ২. মনে হয় করেছে ৩. বলা কঠিন

সে ব্যবস্থা হলো জন্মগতভাবে আল্লাহর দেয়া জ্ঞানের উৎস- বোধশক্তি, Common sense, عَقْلٌ, বিবেক বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান।

আল কুরআন

তথ্য-১

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَٰؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ.

সরল অনুবাদ ('ইসম' শব্দটি অপরিবর্তীত রেখে): অতঃপর তিনি আদমকে 'সকল ইসম' শেখালেন, তারপর সেগুলো ফেরেশতাদের নিকট উপস্থাপন করলেন, অতঃপর বললেন- তোমরা আমাকে এ ইসমগুলো সম্পর্কে বলো যদি সত্যবাদী হয়ে থাকো।(আল বাকারা/২ : ৩১)

প্রচলিত অনুবাদ- আল্লাহ তা'য়ালা আদম (আ.) তথা মানব জাতিকে সকল কিছুর নাম শিখিয়েছেন ।
অর্থাৎ প্রচলিত শিক্ষা হলো- শাহিদরবারে ক্লাস নিয়ে, মানব জাতিকে বেগুন, কচু, আলু, টমেটো, গরু, গাধা, ছাগল, ভেড়া, ইত্যাদি নাম শিখিয়েছেন।

- কোনটি সঠিক? শাহিদরবারে ক্লাস নিয়ে, মানব জাতিকে বেগুন, কচু, আলু, টমেটো, গরু, গাধা, ছাগল, ভেড়া ইত্যাদি নাম শেখানো আল্লাহ তা'য়ালার মর্যাদার সাথে-
  ১. যায় ২. অবশ্যই যায় না ৩. যায় না ৪. বলা কঠিন

আয়াতখানির প্রকৃত অনুবাদ ও ব্যাখ্যা-

আরবী ভাষায় 'ইসম' ৪ শ্রেণীতে বিভক্ত-

১. বিশেষ্য/Noun (নামবাচক ইসম),
২. বিশেষণ/Adjective (গুনবাচক ইসম)
৩. সর্বনাম/Pronoun
৪. ক্রিয়া বিশেষণ (Adverb)

মানব জীবনের সকল কাজের বিভাজন-

উপাসনামূলক কাজ	ন্যায় ও অন্যায় কাজ	শরীর-স্বাস্থ্য গঠনমূলক কাজ	পরিবেশ-পরিস্থিতি গঠনমূলক কাজ
(কুর-আন তিলাওয়াত, ঈমান আনা, সালাত, যাকাত, সিয়াম, হজ্জ, কুরবানি, যিকির-আযকার, ইত্যাদি)	(সত্য বলা, ওজনে কম না দেয়া, ঘুষ না খাওয়া, মানুষকে কথা বা কাজে কষ্ট না দেয়া, মানুষের উপকার করা, গরীব ও দুঃখীদের সাহায্য সহযোগীতা করা, দুর্নিতী না করা ইত্যাদি)	(খাওয়া, পান করা, বিশ্রাম, ব্যায়াম, চিকিৎসা ইত্যাদি)	(সাধারণ শিক্ষা, বিজ্ঞান, অর্থনীতি, প্রতিরক্ষা ইত্যাদি)

এ ৪ বিভাগের মধ্যে ন্যায়-অন্যায় বিভাগের বিষয়গুলো হলো গুণবাচক বিষয় তথা গুণবাচক ইসম।

উপাসনামূলক কাজ	ন্যায় ও অন্যায় কাজ	শরীর-স্বাস্থ্য গঠনমূলক কাজ	পরিবেশ-পরিস্থিতি গঠনমূলক কাজ
(কুর-আন তিলাওয়াত, ঈমান আনা, সালাত, যাকাত, সিয়াম, হজ্জ, কুরবানি, যিকির-আযকার, ইত্যাদি)	(সত্য বলা, ওজনে কম না দেয়া, ঘুষ না খাওয়া, মানুষকে কথা বা কাজে কষ্ট না দেয়া, মানুষের উপকার করা, গরীব ও দুঃখীদের সাহায্য সহযোগীতা করা, দুর্নিতী না করা ইত্যাদি)	(খাওয়া, পান করা, বিশ্রাম, ব্যায়াম, চিকিৎসা ইত্যাদি)	(সাধারণ শিক্ষা, বিজ্ঞান, অর্থনীতি, প্রতিরক্ষা ইত্যাদি)

অন্যদিকে, ন্যায়-অন্যায় বিভাগের বিষয়গুলো লেখা পড়া না শিখলেও Common sense (আকল/ বিবেক/বোধশক্তি)-এর আলোকে বুঝতে পারে। আর অন্য তিন বিভাগের বিষয়গুলো- কারো (মা, বাবা, শিক্ষক ইত্যাদি) নিকট থেকে না শিখলে মানুষ জানতে পারে না।

উপাসনামূলক কাজ	ন্যায় ও অন্যায় কাজ	শরীর-স্বাস্থ্য গঠনমূলক কাজ	পরিবেশ-পরিস্থিতি গঠনমূলক কাজ
(কুর-আন তিলাওয়াত, ঈমান আনা, সালাত, যাকাত, সিয়াম, হজ্জ, কুরবানি, যিকির-আযকার, ইত্যাদি)	(সত্য বলা, ওজনে কম না দেয়া, ঘুষ না খাওয়া, মানুষকে কথা বা কাজে কষ্ট না দেয়া, মানুষের উপকার করা, গরীব ও দুঃখীদের সাহায্য সহযোগীতা করা, দুর্নিতী না করা ইত্যাদি)	(খাওয়া, পান করা, বিশ্রাম, ব্যায়াম, চিকিৎসা ইত্যাদি)	(সাধারণ শিক্ষা, বিজ্ঞান, অর্থনীতি, প্রতিরক্ষা ইত্যাদি)

তাই, আয়াতখানির প্রকৃত বক্তব্য হলো-

মহান আল্লাহ শাহিদরবারে ক্লাস নিয়ে, মানব জাতিকে সকল গুণবাচক ইসম শিখিয়েছেন। প্রশ্ন হলো- কেন আল্লাহ শুধু ন্যায়-অন্যায় বিভাগের বিষয়গুলো (গুণবাচক ইসম) নিজে ক্লাস নিয়ে শেখালেন?

এ প্রশ্নের উত্তর-

ন্যায়-অন্যায় বিভাগের বিষয়গুলো (গুণবাচক ইসম) হলো- মানবাধিকার, সাধারণ নৈতিকতা বা বান্দার হকমূলক বিষয়। এ বিষয়গুলো মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য বিভাগের বিষয়। তাই, আল্লাহ তা'য়ালা অন্য কারো ওপর না ছেড়ে, প্রথমে নিজে ক্লাস নিয়ে বিষয়গুলো সকল মানব রুহকে শিখিয়ে দিয়েছেন।

উপাসনামূলক কাজ	ন্যায় ও অন্যায় কাজ	শরীর-স্বাস্থ্য গঠনমূলক কাজ	পরিবেশ-পরিস্থিতি গঠনমূলক কাজ
(কুর-আন তিলাওয়াত, ঈমান আনা, সালাত, যাকাত, সিয়াম, হজ্জ, কুরবানি, যিকির-আযকার, ইত্যাদি)	(সত্য বলা, ওজনে কম না দেয়া, ঘুষ না খাওয়া, মানুষকে কথা বা কাজে কষ্ট না দেয়া, মানুষের উপকার করা, গরীব ও দুঃখীদের সাহায্য সহযোগীতা করা, দুর্নিতী না করা ইত্যাদি)	(খাওয়া, পান করা, বিশ্রাম, ব্যায়াম, চিকিৎসা ইত্যাদি)	(সাধারণ শিক্ষা, বিজ্ঞান, অর্থনীতি, প্রতিরক্ষা ইত্যাদি)

তারপর সেগুলোকে মানুষের বস্তুগত শরীরে দিয়ে দিয়েছেন। আর কিভাবে তা মানুষের বস্তুগত শরীরে দেয়া হয়েছে সেটিও কুরআনের মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন।

তথ্য-২

وَ نَفْسٍ وَّ مَاسَوّٰهَا . فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰهَا . قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا . وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰهَا.

(আশ্-শামস/৯১ : ৭-১০)

وَ نَفْسٍ وَّ مَاسَوّٰهَا .

অনুবাদ: শপথ মনের এবং সেই সত্তার যিনি তাকে (মনকে) সঠিক গঠনে সৃষ্টি করেছেন।
(আশ্-শামস/৯১ : ৭)

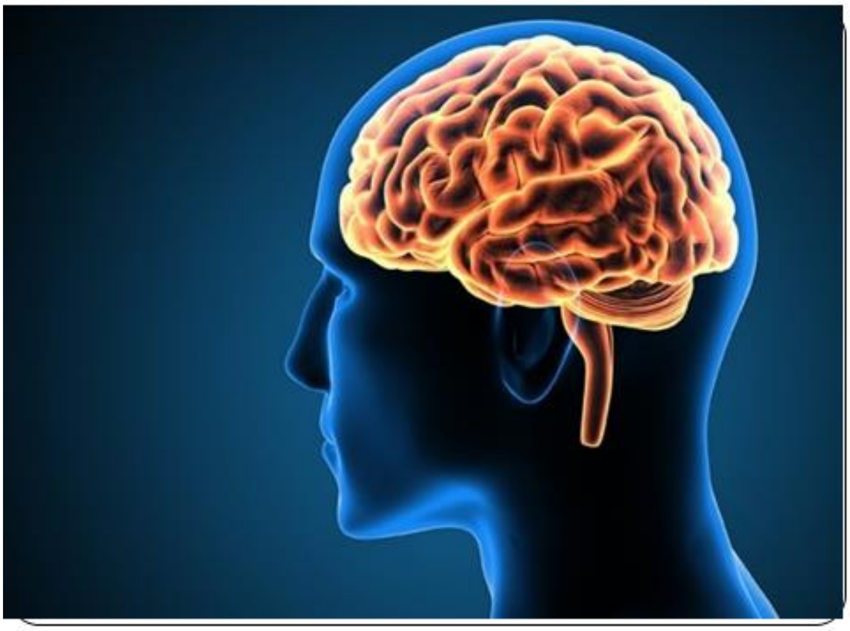

فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰهَا .

অনুবাদ : অত:পর তাকে (মনকে) 'ইলহাম' করেছেন তার অন্যায় ও ন্যায় (বোঝার শক্তি)।
(আশ্-শামস/৯১ : ৮)

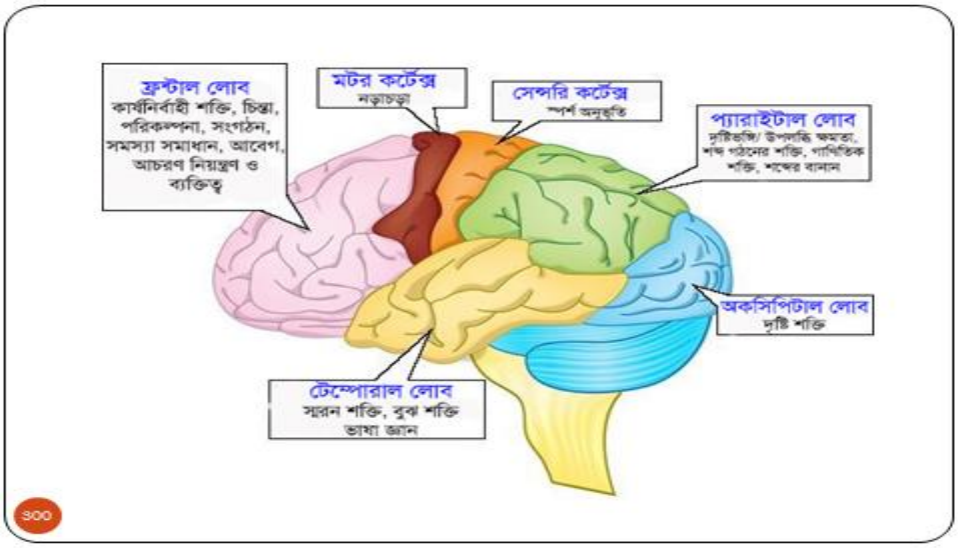

মানুষের জন্মগতভাবে পাওয়া ন্যায়-অন্যায় বিভাগের বিষয়গুলো বোঝার শক্তি/উৎসটিই হলো- Common sense/আকল/বিবেক/বোধশক্তি/কান্ডজ্ঞান।

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا . وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّاهَا.

অনুবাদ : অবশ্যই সে সফল হবে যে তাকে উৎকর্ষিত করবে। আর অবশ্যই সে ব্যর্থ হবে যে তাকে (ঐ শক্তিকে) অবদমিত করবে। (আশ্-শামস/৯১ : ৯, ১০)

ব্যাখ্যা : জন্মগতভাবে পাওয়া ঐ জ্ঞানের শক্তি/উৎসটি উৎকর্ষিত ও অবদমিত উভয়টি হতে পারে। তবে যে ঐ জ্ঞানের শক্তি/উৎসটিকে উৎকর্ষিত করবে সে সফল হবে। আর যে ঐ জ্ঞানের শক্তি/উৎসটিকে অবদমিত করবে সে ব্যর্থ হবে।

তথ্য-৩

بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ ۚ

প্রচলিত অনুবাদ : বস্তুত উহা (কুরআন) স্পষ্টভাবে প্রমাণিত আয়াত (আয়াতধারনকারী গ্রন্থ) তাদের বক্ষে যাদেরকে জ্ঞান দেয়া হয়েছে।(সূরা আনকাবুত/২৯ : ৪৯)

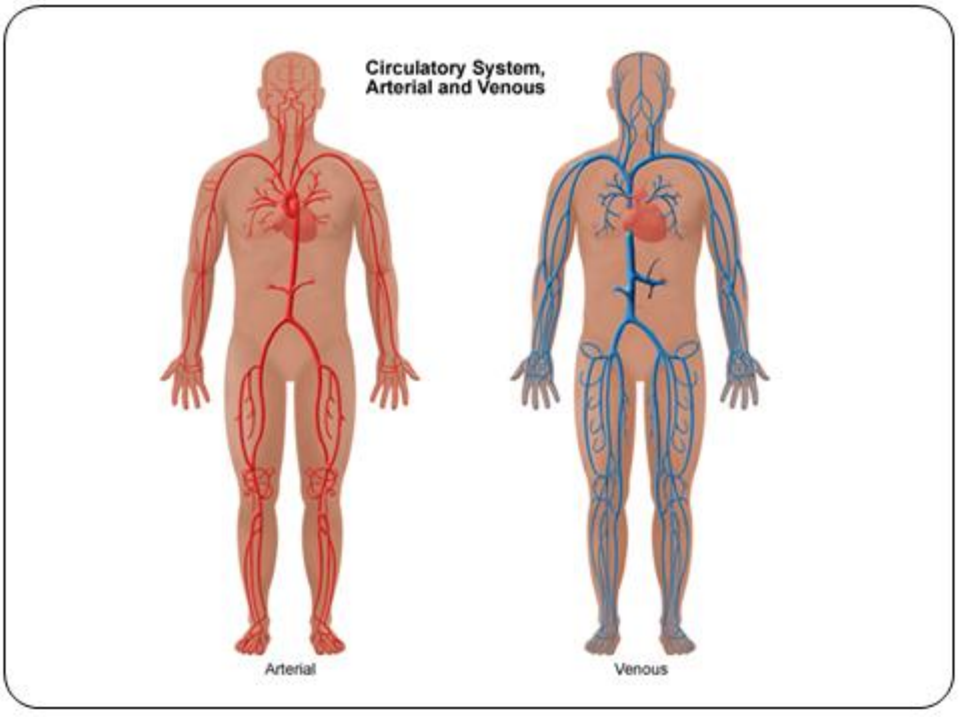

প্রকৃত অনুবাদ : বস্তুত উহা (কুরআন) স্পষ্টভাবে প্রমাণিত আয়াত (আয়াতধারনকারী গ্রন্থ) তাদের সম্মুখ ব্রেইনে (Fore brain) যাদেরকে (অতাৎক্ষণিকভাবে) জ্ঞান দেয়া হয়েছে।

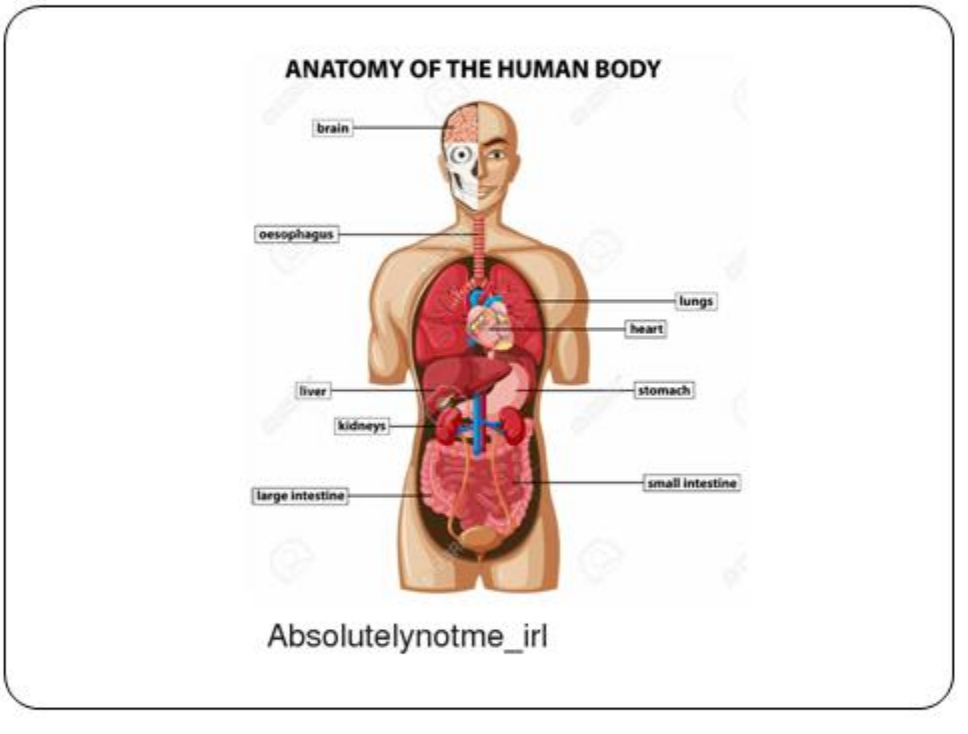

ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ : বস্তুত কুরআন স্পষ্টভাবে প্রমাণিত শিক্ষা ধারণকারী গ্রন্থ সে ব্যক্তিদের নিকট যারা তাদের সম্মুখ ব্রেইনে অবস্থিত মনে থাকা জ্ঞানের শক্তি, আকল/বিবেক /Common sense-কে, আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম অনুযায়ী উৎকর্ষিত করে জ্ঞানী হয়েছে।

Common sense-কে উৎকর্ষিত করার আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম/নীতিমালা হলো- সাধারণ জ্ঞান, শরীর বিজ্ঞান, সাধারণ বিজ্ঞান, মহাকাশ বিজ্ঞান, সমাজনীতি, অর্থনীতি, রাজনীতি, ভূগোল, ইতিহাস ইত্যাদির জ্ঞান অর্জন করা।

তথ্য-৪

... ...فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَٰكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ.

প্রচলিত অনুবাদ : ... ... প্রকৃতপক্ষে চোখ অন্ধ নয় বরং অন্ধ হচ্ছে মন যা অবস্থিত বক্ষে।'

প্রকৃত অনুবাদ : ... ... প্রকৃতপক্ষে চোখ (জ্ঞানের) অন্ধ নয় বরং (জ্ঞানের) অন্ধ হচ্ছে মন (মনে থাকা Common sense) যা অবস্থিত সম্মুখ ব্রেইনে (Fore brain)।(সূরা হাজ্জ/২২ : ৪৬)

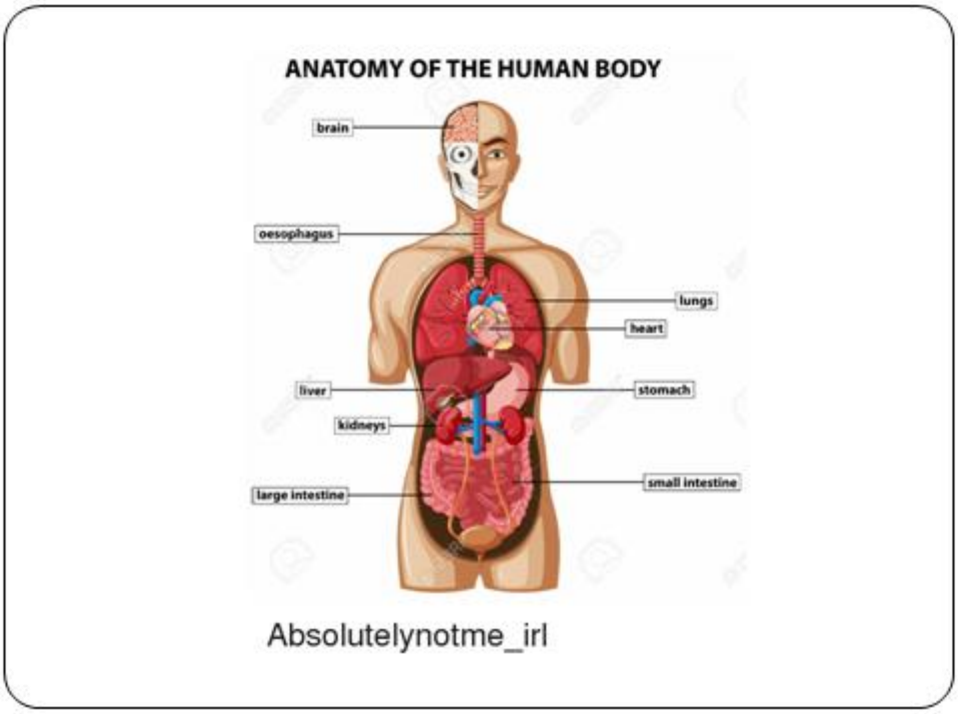

11, Shahid Tajuddin Ahmed Sarani (7th Floor), Insaf Barakah Hospital Complex, Moghbazar, Dhaka, Bangladesh
Phone: 88-02-9341150, Mobile: 01199-474617, E-mail: qrfbd2012@gmail.com, Web: www.qrfbd.com

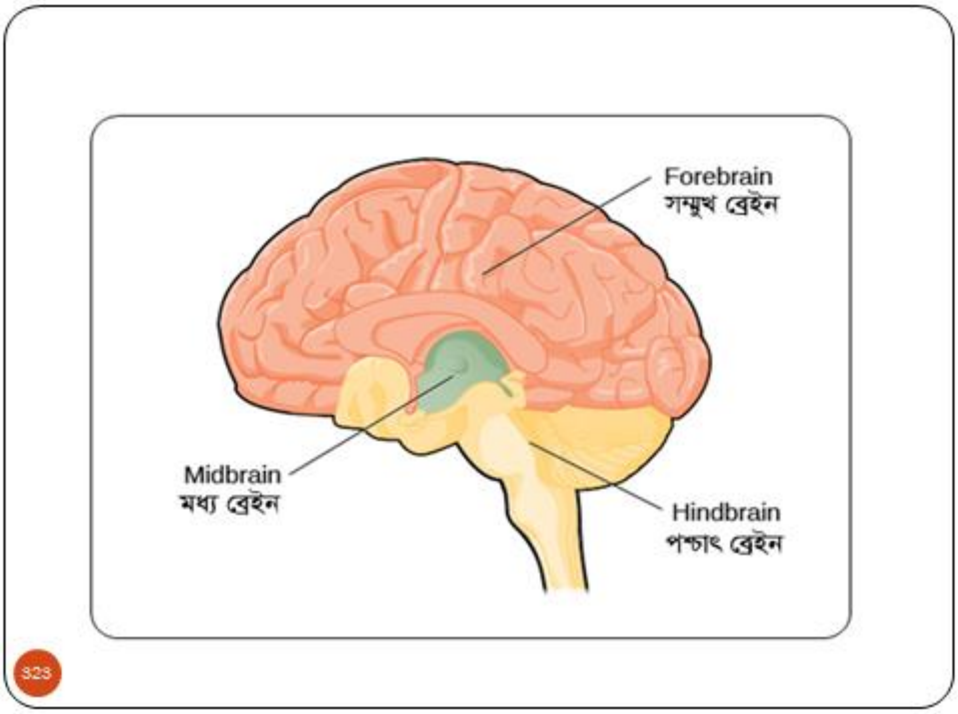

তথ্য-৫

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا فِطْرَةَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۚ

অনুবাদ: অতএব তুমি একনিষ্ঠ হয়ে নিজকে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত করো, (এ জীবন ব্যবস্থা) আল্লাহর প্রকৃতি, যে প্রকৃতির ওপর তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন।(আর রুম/৩০ : ৩০)

ব্যাখ্যা: আয়াতখানিতে প্রথমে আল্লাহ্ তা'য়ালা রাসূল (সা.) কে উদ্দেশ্য করে সকল মানুষকে একনিষ্ঠভাবে ইসলামী জীবনব্যবস্থার উপর নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে বলেছেন। এরপর তিনি বলছেন- এ জীবনব্যবস্থা আল্লাহর প্রকৃতি। অর্থাৎ ইসলামী জীবনব্যবস্থা আল্লাহর প্রকৃতির সাথে সামাঞ্জস্যশীল। তারপর বলা হয়েছে- যে প্রকৃতির ওপর তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। অর্থাৎ- আল্লাহর প্রকৃতির সাথে সামাঞ্জস্যসীল করে মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে।

বীজগণিত মতে A= B এবং B= Cহলে A= C

তাই আয়াতখানির এ অংশ থেকে শিক্ষা হলো-

ইসলাম = আল্লাহর প্রকৃতি

আবার

আল্লাহর প্রকৃতি = মানুষের প্রকৃতি

সুতরাং

ইসলাম = মানুষের প্রকৃতি

(ইসলাম হলো- সভাব ধর্ম)

অর্থাৎ ইসলাম জানা, বুঝা ও অনুসরণ করার জন্য যে ধরনের শারীরিক, মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক গঠন দরকার মানুষকে সে ধরনের শারীরিক, মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক গঠন দিয়েই সৃষ্টি করা হয়েছে। মানুষের

জন্মগতভাবে পাওয়া ঐ বুদ্ধিবৃত্তিকে বলা হয়- বোধশক্তি, Common sense, عَقْلٌ বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান।

তথ্য-৬

وَلاَ أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ.

অনুবাদ: আর না, আমি কসম করছি তিরস্কারকারী মনের। (আল কিয়ামাহ/৭৫ : ২)

ব্যাখ্যা: এ আয়াত থেকে জানা যায়- মানুষের মনে একটি শক্তি আছে যে অন্যায় কাজ করলে ভিতরে ভিতরে মানুষকে তিরস্কার করে। অন্যায় কাজ করার জন্য তিরস্কার করতে হলে প্রথমে বুঝতে হবে কোনটি অন্যায় ও কোনটি ন্যায়। তাই এ আয়াতের আলোকে বলা যায়- মানুষের মনে একটি শক্তি আছে যে অন্যায় ও ন্যায় বুঝতে পারে। মনের ঐ শক্তিকেই বলে- বোধশক্তি, Common sense, عَقْلٌ বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান।

আল হাদীস

হাদীস-১

عَنْ اَبِىْ حُمَيْدٍ وَ اَبِىْ أُسَيْدٍ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ (ص) قَالَ اِذَا سَمِعْتُمُ الْحَدِيْثَ عَنِّىْ تَعْرِفُهُ قُلُوْبُكُمْ وَ تَلِيْنَ لَهُ اِشْعَارِكُمْ وَ اَبْشَارِكُمْ وَ تَرَوْنَ اَنَّهُ مِنْكُمْ قَرِيْبُ فَاَنَا اَوْلاَ كُمْ بِه . وَ اِذَا سَمِعْتُمُ الْحَدِيْثَ عَنِّىْ تُنْكِرُهُمْ قُلُوْبِكُمْ وَتَنْفِرُ مِنْهُ اِشْعَارِكُمْ وَ اَبْشَارِكُمْ وَ تَرَوْنَ اَنَّهُ مِنْكُمْ بَعِيْدٌ فَاَنَا اَبْعَدِكُمْ مِنْهُ .

অনুবাদ: ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহ.) আবু হুমাইদ (রা.) ও আবু উসাইদ (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি আবু আ'মের থেকে শুনে তাঁর ‘মুসনাদ’ গ্রন্থে লিখেছেন-

আবু হুমাইদ (রা.) ও আবু উসাইদ (রা.) বলেন, রাসূল (স.) বলেন- যখন তোমরা আমার নামে বলা কোনো হাদীস শুন তখন যেটিকে তোমাদের মন (ক্বলব) মেনে নেয় এবং যার প্রতি তোমাদের (মনে থাকা) ইঙ্গিত ও সুখবর দানকারী শক্তি নরম হয়ে যায় (সম্মতি দেয়) এবং তোমরা দেখতে পাও তোমরা হাদীসটি (গ্রহন করার) কাছাকাছি, তখন জেনে নেবে যে, তোমাদের চেয়ে আমি সেটির অধিক কাছে (সেটি আমার হাদীস)। আর যখন তোমরা আমার নামে বলা কোনো হাদীস শুন, তখন যেটিকে তোমাদের মন (ক্বলব) অস্বীকার করে (মেনে নেয় না) এবং যেটি তোমাদের (মনে থাকা) ইঙ্গিত ও সুখবর দানকারী শক্তি অস্বস্তি বোধ করে এবং দেখতে পাও সেটি (গ্রহন করা) থেকে তোমরা দূরে তখন জেনে নেবে যে, আমি তোমাদের চেয়ে সেটির অধিক দূরে (সেটি আমার হাদীস নয়)। (মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং ১৬০০৩, পৃ. ৫৭৭)

ব্যাখ্যা: হাদীসখানি থেকে জানা যায় মানুষের মনে জন্মগতভাবে একটি ইঙ্গিত ও সুখবর দানকারী শক্তি আছে যেটি, হাদীস শুনলে কোনটি সঠিক ও কোনটি ভুল তা বুঝতে পারে। মানুষের মনের এই ইঙ্গিত ও সুখবর দানকারী শক্তিই হলো- বোধশক্তি, Common sense, عَقْلٌ, বিবেক বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান বলে।

হাদীস-২

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ ... ...عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ يُسَيْرِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ : سَأَلْتُ سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ، هَلْ سَمِعْتَ النَّبِيَّ ﷺ يَذْكُرُ الْخَوَارِجَ، فَقَالَ : سَمِعْتُهُ وَأَشَارَ بِيَدِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ قَوْمٌ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ بِأَلْسِنَتِهِمْ لَا يَعْدُو تَرَاقِيَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ، كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ.

অনুবাদ : ইমাম মুসলিম (রহ.) উসাইর বিন আমর (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৪র্থ ব্যক্তি আবূ বকর বিন আবি শাইবাহ (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন-উসাইর বিন আমর (রা.) বলেন, আমি সাহল বিন হুনাইফকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি নবী (স.)-কে খারেজীদের সম্পর্কে আলোচনা করতে শুনেছেন? তখন সাহল বিন হুনাইফ বললেনÑ তাঁকে হাত দিয়ে পূর্ব দিকে ইঙ্গিত করে বলতে শুনেছি, এরা এমন এক সম্প্রদায়, যারা মুখে উচ্চারণ করে কুরআন পাঠ করবে (কিন্তু জন্মগতভাবে আল্লাহ প্রদত্ত) জ্ঞানের শক্তি (আকল/ ঈড়সসড়হ ংবহংব) দিয়ে বুঝে নিবে না, তারা দ্বীন হতে বের হয়ে যাবে এমনভাবে যেমন তীর ধনুক হতে ছিটকে পড়ে। (মুসলিম, আস-সহীহ, হাদীস নং২৪৯৬)

হাদীস-৩

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَخْرُجُ نَاسٌ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ، وَيَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لاَ يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، ثُمَّ لاَ يَعُودُونَ فِيهِ حَتَّى يَعُودَ السَّهْمُ إِلَى فُوقِهِ «

অনবাদ : আবু সাইদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত, রাসুল (স.) বলেছেন-
পূর্বদিক থেকে কিছু মানুষের আবির্ভাব ঘটবে যারা কুরআন পড়বে (কিন্তু জন্মগতভাবে আল্লাহ প্রদত্ত) জ্ঞান-বুঝের শক্তির (আকল/ঈড়সসড়হ ংবহংব) সাথে মিলিয়ে নিবে না, তারা দ্বীন থেকে বেরিয়ে যাবে এমনভাবে যেমন তীর ধনুক থেকে বের হয়ে যায়। এরপর তারা কিছুতেই আর দ্বীনে ফিরে আসতে পারবে না যেমনভাবে তীর পুনরায় তুণীরে ফিরে আসে না। (আল-মাকতাবাতুশ শামেলাহ : বুখারী, হাদিস নং ৭৫৬২)

হাদীস-৪

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ ... ...عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: " اقْرَءُوا الْقُرْآنَ بِلُحُونِ الْعَرَبِ وَأَصْوَاتِهَا، وَإِيَّاكُمْ وَلُحُونَ أَهْلِ الْفِسْقِ وَأَهْلِ الْكِتَابَيْنِ، فَإِنَّهُ سَيَجِيءُ مِنْ بَعْدِي قَوْمٌ يُرَجِّعُونَ بِالْقُرْآنِ تَرْجِيعَ الْغِنَاءِ وَالرَّهْبَانِيَّةِ وَالنَّوْحِ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ، مَفْتُونَةٌ قُلُوبُهُمْ وَقُلُوبُ مَنْ يُعْجِبُهُمْ شَأْنُهُمْ"

অনুবাদ : ইমাম বায়হাকী বর্ণনাধারা বা সনদের ৯ম ব্যক্তি আবুল হুসাইন বিন ফজল আল-কাত্তান থেকে শুনে তাঁর 'শু'আবুল ঈমান' গ্রন্থে লিখেছেন- হুজায়ফা (রা.) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, কুরআন পড় আরবদের স্বর ও সুরে এবং দূরে থাক আহলে এশক ও আহলে কিতাবদের স্বর হতে। শীঘ্রই আমার পর এমন লোকেরা আসবে, যারা কুরআনে গান ও বিলাপের সুর ধরবে (এবং) কুরআন তাদের কন্ঠনালী (স্বরতন্ত্র/খধৎুহী) অতিক্রম করবে না। তাদের মন মোহগ্রস্ত এবং তাদের মনও যারা ঐ পদ্ধতি পছন্দ করবে।

{বায়হাকী, 'শু'আবুল ঈমান' (বৈরুত : দারুল ফিকর, ২০০৪ খ্রী.), فصل في فضائل السور والآيات (সূরা ও আয়াতের ফজিলত অধ্যায়), فصل في ترك التعمق في القرآن (কুরআনের বিষয়ে গভীরতা অর্জন ত্যাগ করা পরিচ্ছেদ), হাদীস নং ২৬৪৯, পৃ. ১০২৬}

হাদীসটির অংশ ভিত্তিক ব্যাখ্যা-

'শীঘ্রই আমার পর এমন লোকেরা আসবে, যারা কুরআনে গান ও বিলাপের সুর ধরবে (কিন্তু) কুরআন তাদের কন্ঠনালী (স্বরতন্ত্র/খধৎুহী) অতিক্রম করবে না' অংশের ব্যাখ্যা-

স্বরতন্ত্র/খধৎুহী হলো মানব শরীরের সে অঙ্গ যেখানে স্বর/শব্দ তৈরি হয়।

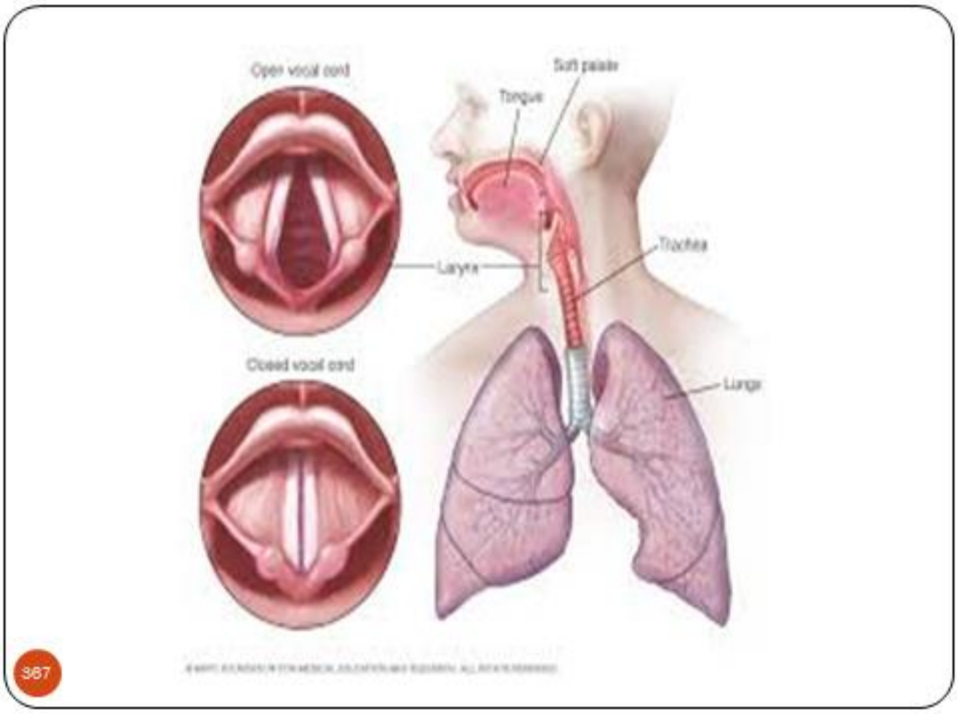

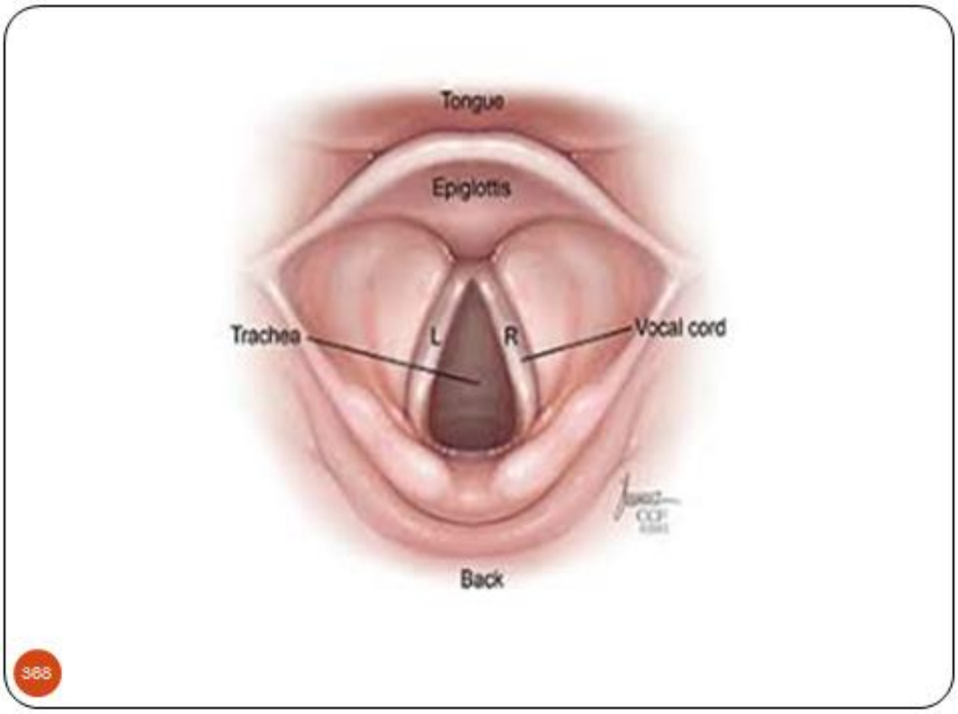

তাই, কুরআন পড়ার পর স্বরতন্ত্র অতিক্রম না করার অর্থ হলো- কুরআন পড়বে কিন্তু সে পড়া স্বরতন্ত্র অতিক্রম করে ব্রেইনে থাকা জ্ঞানের শক্তিতে (আকল/কান্ডজ্ঞান /বোধশক্তি/বিবেকে) পৌছাবে না। অর্থাৎ তারা আকল দিয়ে তা বুঝে নিবে না।

'তাদের মন (দুনিয়ার) মোহগ্রস্ত এবং তাদের মনও যারা ঐ পদ্ধতি পছন্দ করবে' অংশের ব্যাখ্যা-

দুনিয়ার মোহগ্রস্ত ব্যক্তিরা অবশ্যই বড় গুনাহগার। তাই, হাদীসখানির মাধ্যমে জানিয়ে দেয়া হয়েছে- যারা (ইচ্ছাকৃতভাবে) না বুঝে কুরআন পড়বে এবং যারা ঐ পদ্ধতি পছন্দ করবে তারা উভয়েই বড় গুনাহগার।

হাদীস-৬

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ ... ...عَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سِمْعَانَ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، عَنِ الْبِرِّ وَالْإِثْمِ فَقَالَ : الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ، وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ، وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ .

অনুবাদ : ইমাম মুসলিম (রহ.) নুওয়াস বিন সাময়া'ন আল-আনসারী (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি মুহাম্মাদ বিন হাতেম বিন মাইমুন থেকে শুনে তাঁর সহীহ মুসলিম গ্রন্থে লিখেছেন-নাওয়াস বিন সাময়া'ন আল-আনসারী (রা.) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (স.)-কে নেকী ও পাপ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম, তখন রসূলুল্লাহ (স.) বললেন- নেকী হলো উত্তম চরিত্র। আর পাপ হলো সেটি, যা তোমার (ব্রেইনের) সম্মুখ অংশে (অবস্থিত মনে) সন্দেহ, সংশয় বা অস্বস্তি সৃষ্টি করে এবং মানুষ সে সম্পর্কে জানুক তা তুমি অপছন্দ করো। (সহীহ মুসলীম, হাদীস নং ৬৬৮০)

ব্যাখ্যা : পাপ/অবৈধ কাজ কারার পর মনে সন্দেহ, সংশয় বা অস্বস্তি সৃষ্টি হতে হলে মনকে আগে বুঝতে হবে কোনটি কোনটি পাপ/অবৈধ। হাদীসটির শেষের বক্তব্য থেকে জানা যায়- মানুষের ব্রেইনের সম্মুখ অংশে (Fore brain) থাকা মনে একটি জ্ঞানের শক্তি আছে যা পাপ/অবৈধ/অন্যায় কাজ করলে বুঝতে পারে।

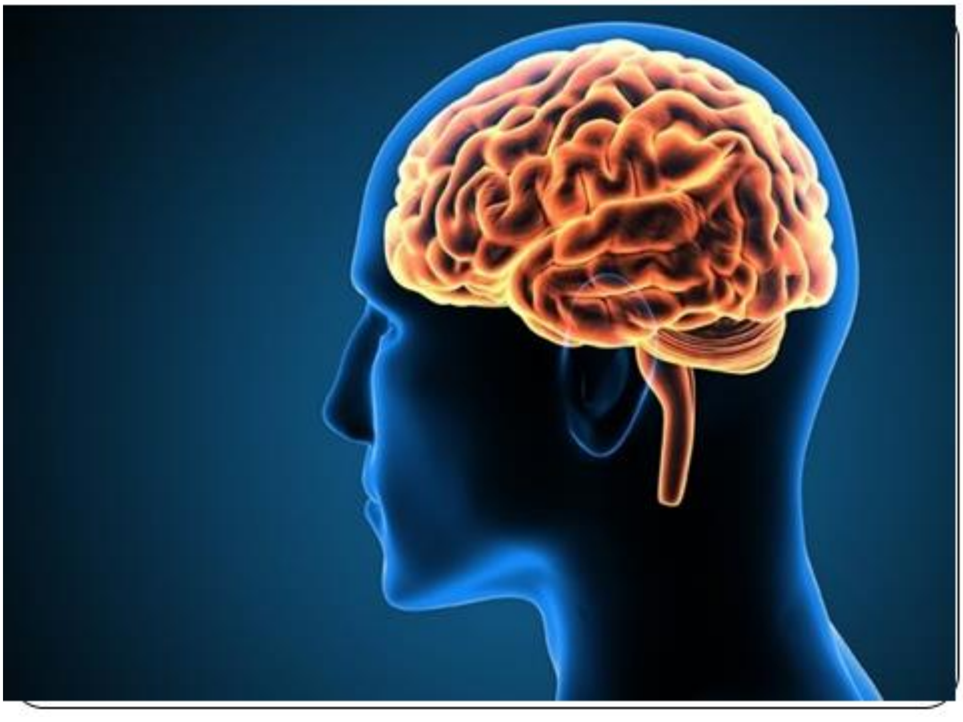

মানব মনে থাকা সেই শক্তি হলো আকল/বিবেক/ বোধশক্তি/Common sense।

হাদীস-৭

أَخْرَجَ فِيْ 'مُسْنَدِ أحْمَد ... ... ' حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ... ...قَالَ سَمِعْتُ الْخُشَنِىَّ يَقُولُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِى بِمَا يَحِلُّ لِى وَيُحَرَّمُ عَلَىَّ .قَالَ فَصَعَّدَ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- وَصَوَّبَ فِىَّ

النَّظَرَ فَقَالَ الْبِرُّ مَا سَكَنَتْ إِلَيْهِ النَّفْسُ وَاطْمَأَنَّ إِلَيْهِ الْقَلْبُ وَالإِثْمُ مَا لَمْ تَسْكُنْ إِلَيْهِ النَّفْسُ وَلَمْ يَطْمَئِنَّ إِلَيْهِ الْقَلْبُ وَإِنْ أَفْتَاكَ الْمُفْتُونَ.

অনুবাদ : আবূ সা'লাবা আল-খুশানী (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি আবদুল্লাহ থেকে শুনে 'মুসনাদে আহমাদ' গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে-আবূ সা'লাবা আল-খুশানী (রা.) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (স.)! আমার জন্য কী হালাল আর কী হারাম তা আমাকে জানিয়ে দিন। তখন রসূল (স.) একটু নড়েচড়ে বসলেন ও ভালো করে খেয়াল (চিন্তা-ভাবনা) করে বললেন- নেকী (হালাল) হলো সেটি, যা করে তোমার নফস (মন তথা মনে থাকা আকল) প্রশান্ত হয় এবং তোমার ক্বলব (মন তথা মনে থাকা আকল) তৃপ্তি লাভ করে। আর পাপ (হারাম) হলো সেটি, যা করে তোমার নফস ও ক্বলব প্রশান্ত হয় না ও তৃপ্তি লাভ করে না। যদিও সে বিষয়ে ফাতওয়া প্রদানকারীরা তোমাকে ফাতওয়া দেয়। (আহমাদ, আল-মুসনাদ, হাদীস নং-১৭৭৭৭)

হাদীস-৮

أَخْرَجَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ ... ...عَنْ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ لاَ أَدَعَ شَيْئاً مِنَ الْبِرِّ وَالإِثْمِ إِلاَّ سَأَلْتُهُ عَنْهُ وَإِذَا عِنْدَهُ جَمْعٌ فَذَهَبْتُ أَتَخَطَّى النَّاسَ فَقَالُوا إِلَيْكَ يَا وَابِصَةُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِلَيْكَ يَا وَابِصَةُ. فَقُلْتُ أَنَا وَابِصَةُ دَعُونِى أَدْنُو مِنْهُ فَإِنَّهُ مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَىَّ أَنْ أَدْنُوَ مِنْهُ. فَقَالَ لِى « ادْنُ يَا وَابِصَةُ ادْنُ يَا وَابِصَةُ ». فَدَنَوْتُ مِنْهُ حَتَّى مَسَّتْ رُكْبَتِى رُكْبَتَهُ

فَقَالَ « يَا وَابِصَةُ أُخْبِرُكَ مَا جِئْتَ تَسْأَلُنِى عَنْهُ أَوْ تَسْأَلُنِى ». فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَخْبِرْنِى. قَالَ « جِئْتَ تَسْأَلُنِى عَنِ الْبِرِّ وَالإِثْمِ ». قُلْتُ نَعَمْ فَجَمَعَ أَصَابِعَهُ الثَّلاَثَ فَجَعَلَ يَنْكُتُ بِهَا فِى صَدْرِى وَيَقُولُ « يَا وَابِصَةُ اسْتَفْتِ نَفْسَكَ الْبِرُّ مَا اطْمَأَنَّ إِلَيْهِ الْقَلْبُ وَاطْمَأَنَّتْ إِلَيْهِ النَّفْسُ وَالإِثْمُ مَا حَاكَ فِى الْقَلْبِ وَتَرَدَّدَ فِى الصَّدْرِ وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ ». قَالَ سُفْيَانُ « وَأَفْتَوْكَ ».

অনুবাদ : ওয়াবেসা (রা)-এর বর্ণনা সনদের ৭ম ব্যক্তি আব্দুল্লাহ (রহ.) থেকে শুনে 'মুসনাদে আহমাদ' গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে-ওয়াবেসা (রা.) বলেন, আমি রসূল (স.)-এর কাছে আসলাম। ভালো মন্দ সবকিছু নিয়ে সকল প্রশ্নই আমি রসূল (স.)-কে করতাম। তখন রসূল (স.)-এর আশেপাশে তাঁকে প্রশ্নরত অবস্থায় অনেক লোকজন থাকতো। ... ...তখন রসূল (স.) দু'বার অথবা তিনবার বললেন- "এই! তোমরা ওয়াবেসাকে জায়গা দাও, কাছে আসো হে ওয়াবেসা!"। এরপর রসূল (স.) বললেন, হে ওয়াবেসা! তুমি প্রশ্ন করবে নাকি আমি তোমাকে বলে দেবো? তখন আমি বললাম- বরং আপনিই বলে দিন। তখন রসূল (স.) বললেন হে ওয়াবেসা! তুমি কি নেকি (সঠিক) ও পাপ (ভুল) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে এসেছো? সে বললো- হ্যাঁ। অতঃপর তিনি আঙুলগুলো একত্র করে আমার সদরে (মাথার অগ্রভাগে) মারলেন এবং বললেন- তোমার ক্বলব (মন) ও নফসের (মন) কাছে উত্তর জিজ্ঞাসা করো। কথাটি তিনি তিনবার বললেন।

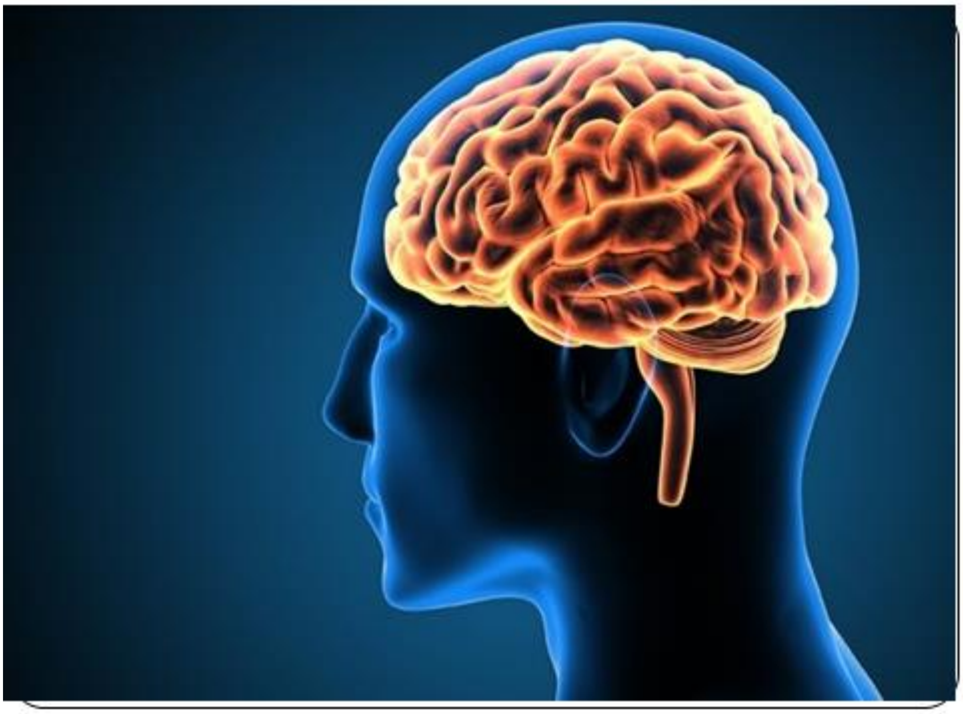

তারপর বললেন- যে বিষয়ে তোমার নফস (মনে আকল) স্বস্তি ও প্রশান্তি লাভ করে, তাই নেকী (সঠিক)। আর পাপ (ভুল) হলো তা, যা তোমার নফসে (মনে থাকা আকল) সন্দেহ-সংশয়, খুঁতখুঁত এবং সদরে (সম্মুখ ব্রেইনের থাকা মনে থাকা আকল) অস্বস্তি সৃষ্টি করে। যদিও সে ব্যাপারে মানুষ তোমাকে (ভিন্ন) ফাতওয়া দেয় এবং ফাতওয়া দিতেই থাকে। (আহমাদ, আল-মুসনাদ, হাদীস নং ১৭৯২৯)

সাহাবায়েকিরামের বক্তব্য

সাহাবির (রা.) বক্তব্য-১

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالىَ فِيْ صَحِيْحِهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ قَالَ أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِى جُحَيْفَةَ قَالَ قُلْتُ لِعَلِيٍّ هَلْ عِنْدَكُمْ كِتَابٌ قَالَ لاَ ، إِلاَّ كِتَابُ اللَّهِ ، أَوْ فَهْمٌ أُعْطِيَهُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ ، أَوْ مَا فِى هَذِهِ الصَّحِيفَةِ . قَالَ قُلْتُ فَمَا فِى هَذِهِ الصَّحِيفَةِ قَالَ الْعَقْلُ ، وَفَكَاكُ الأَسِيرِ ، وَلاَ يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ.

অনুবাদ: ইমাম বুখারী (রহ.) আবূ জুহাইফাহ (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি মুহাম্মদ বিন সালাম থেকে শুনে তাঁর ‘সহীহ আল বুখারী’ গ্রন্থে লিখেছেন- আবূ জুহাইফা (রা.) বলেন, আমি আলী (রা.)-কে বললাম, আপনাদের নিকট কি কিছু লিপিবদ্ধ আছে? তিনি বললেন- না, শুধুমাত্র আল্লাহর কিতাব এবং একজন মুসলিমকে যে জ্ঞান-বুঝ দেয়া হয়েছে সেটি। এছাড়া কিছু এ পৃষ্ঠা/পাতাটিতে লিপিবদ্ধ রয়েছে। তিনি (আবূ জুহাইফা রা.) বলেন- আমি বললাম, এ পৃষ্ঠা/পাতাটিতে কী আছে? তিনি বললেন- ক্ষতিপূরণ, বন্দী মুক্তি এবং মুসলিমকে কাফির হত্যার কারণে হত্যা না করার বিধান (সম্বলিত কিছু হাদীস)।’ (বুখারী, আস-সহীহ, হাদীস নং-১১১)

ব্যাখ্যা : হাদীসখানি থেকে জানা যায় সাহবী যুগে তিনটি বিষয় লিপিবদ্ধ আকারে ছিলো-

১. আল্লাহর কিতাব।

২. মুসলিমকে আল্লাহর দেয়া জ্ঞান-বুঝ। অর্থাৎ কুরআন ও সুন্নাহর জ্ঞানের ভিত্তিতে উৎকর্ষিত হওয়া আকল। আকলের জ্ঞান লেখা আছে সম্মুখ ব্রেইনের (Fore brain) সফট কপিতে।

৩. কিছু হাদীস।

তাই, হাদীসখানি অনুযায়ী মানুষকে তিনটি জ্ঞানের উৎস দেয়া হয়েছে-
১. কুরআন
২. সুন্নাহ (হাদীস)
৩. আকল/বিবেক/Common sense

সাহাবির (রা.) বক্তব্য-২
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ عَنْ مُغِيثٍ عَنْ كَعْبٍ قَالَ : عَلَيْكُمْ بِالْقُرْآنِ ، فَإِنَّهُ فَهْمُ الْعَقْلِ وَنُورُ الْحِكْمَةِ وَيَنَابِيعُ الْعِلْمِ ، وَأَحْدَثُ الْكُتُبِ بِالرَّحْمَنِ عَهْداً وَقَالَ فِى التَّوْرَاةِ : يَا مُحَمَّدُ إِنِّى مُنَزِّلٌ عَلَيْكَ تَوْرَاةً حَدِيثَةً ، تَفْتَحُ فِيهَا أَعْيُناً عُمْياً وَآذَاناً صُمًّا وَقُلُوباً غُلْفاً.
অনুবাদ: ইমাম দারেমী (রহ.) কা'ব (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি হতে শুনে তাঁর হাদীস গ্রন্থে লিখেছেন-কা'ব (রা.) বলেন, তোমরা কুরআনকে আঁকড়ে ধরো। কেননা, Common sense-এর উপলবদ্ধি, প্রজ্ঞার আলো, ইলমের ঝরণায় ববেচনায় আল্লাহর কিতাবসমূহের মধ্যে এটি সবচেয়ে নবতর কিতাব। তিনি (কা'ব রা.) আরো বলেন- তাওরাত কিতাবে আছে, হে মুহাম্মদ! আমি আপনার প্রতি নবতর তাওরাত নাযিল করেছি, যা অন্ধ দৃষ্টিকে, বধির কানকে এবং অবদমিত মনকে (মনে থাকা Common sense-কে) উন্মুক্ত করে দেবে। (দারেমী, আস-সুনান, হাদীস নং-৩৩২৭)

ব্যাখ্যা : হাদীসটি থেকে জানা যায়- Common sense দিয়ে বুঝতে পারা যায়, কুরআন আল্লাহর কিতাব এবং এটি কিতাবের শেষ সংস্করণ। তাই, হাদীসখানি অনুযায়ী Common sense জ্ঞানের একটি উৎস।

সাহাবির (রা.) বক্তব্য-৩
أخرج الحاكم رحمه ... ...عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : كرم المؤمن دينه و مروءته عقله و حسبه خلقه .
অনুবাদ : ইমাম হাকিম (রহ.) আবূ হুরায়রা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ১০ম ব্যক্তি আলী ইবন হামশাদ আল-'আদল (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'আল-মুস্তাদরাক' গ্রন্থে লিখেছেন-মুমিনের সম্মান হলো তার দ্বীন, যুক্তির মাধ্যমে দ্বীনকে বোঝানো বা গ্রহনযোগ্য করার শক্তি হলো তার আকল, আর মাপকাঠি হলো তার চরিত্র। (আল-হাকিম, আল-মুস্তাদরাক, হাদীস নং-৪২৫)

মণীষীগণের বক্তব্য
মণীষীর বক্তব্য-১
أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ... ... ... سَمِعْتُ الشَّعْبِىَّ يَقُولُ : إِنَّمَا كَانَ يَطْلُبُ هَذَا الْعِلْمَ مَنِ اجْتَمَعَتْ فِيهِ خَصْلَتَانِ : الْعَقْلُ وَالنُّسُكُ ،
فَإِنْ كَانَ نَاسِكاً وَلَمْ يَكُنْ عَاقِلاً قَالَ هَذَا أَمْرٌ لاَ يَنَالُهُ إِلاَّ الْعُقَلاَءُ فَلَمْ يَطْلُبْهُ ،
وَإِنْ كَانَ عَاقِلاً وَلَمْ يَكُنْ نَاسِكاً قَالَ هَذَا أَمْرٌ لاَ يَنَالُهُ إِلاَّ النُّسَّاكُ فَلَمْ يَطْلُبْهُ
فَقَالَ الشَّعْبِىُّ : وَلَقَدْ رَهِبْتُ أَنْ يَكُونَ يَطْلُبُهُ الْيَوْمَ مَنْ لَيْسَتْ فِيهِ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا لاَ عَقْلٌ وَلاَ نُسُكٌ.

অনুবাদ : ইমাম দারেমী (রহ.), শা'বী (রহ.)-এর বর্ণনা সনদের ৪র্থ ব্যক্তি সাইদ ইবনে আমের থেকে শুনে তাঁর হাদীস গ্রন্থে লিখেছেন-শা'বী (রহ.) বলেন, তাদের সময় (তাবে'য়ীদের সময়) কেবল সেই ব্যক্তি এ ইলম (কুরআনের জ্ঞান) অর্জন করতে সক্ষম হতো যে নিজের মধ্যে দু'টি গুণের সমাবেশ করতে পারতো-

১.আকল/কমনসেন্স
২.সাধনা/তপস্যা/ধ্যান

অতঃপর যে ব্যক্তি সাধনাকারী কিন্তু আকল সম্পন্ন নয় সে বলে-
এটি এমন একটি গ্রন্থ যার জ্ঞান গভীর জ্ঞান-বুদ্ধি সম্পন্ন লোকেরা ছাড়া কেউ লাভ করতে পারে না।
ফলে সে তা অন্বেষণ বন্ধ করে দেয়।

আর যে ব্যক্তি আকল সম্পন্ন কিন্তু সাধনাকারী নয় সে বলে-
এটি এমন একটি গ্রন্থ যার জ্ঞান গভীর সাধনা ছাড়া লাভ করা সম্ভব নয়।
ফলে সে তা অন্বেষণ বন্ধ করে দেয়।

তারপর শা'বী বলেন, আমার ভয় হয় একদিন এমন ব্যক্তি হয়তো তা (কুরআনের জ্ঞান) অন্বেষণ করবে-
যার মধ্যে এ দু'টি গুণের একটিও নেই
না আছে আকল, না আছে সাধনা।
দারেমী, আস-সুনান, হাদীস নং-৩৭৯।

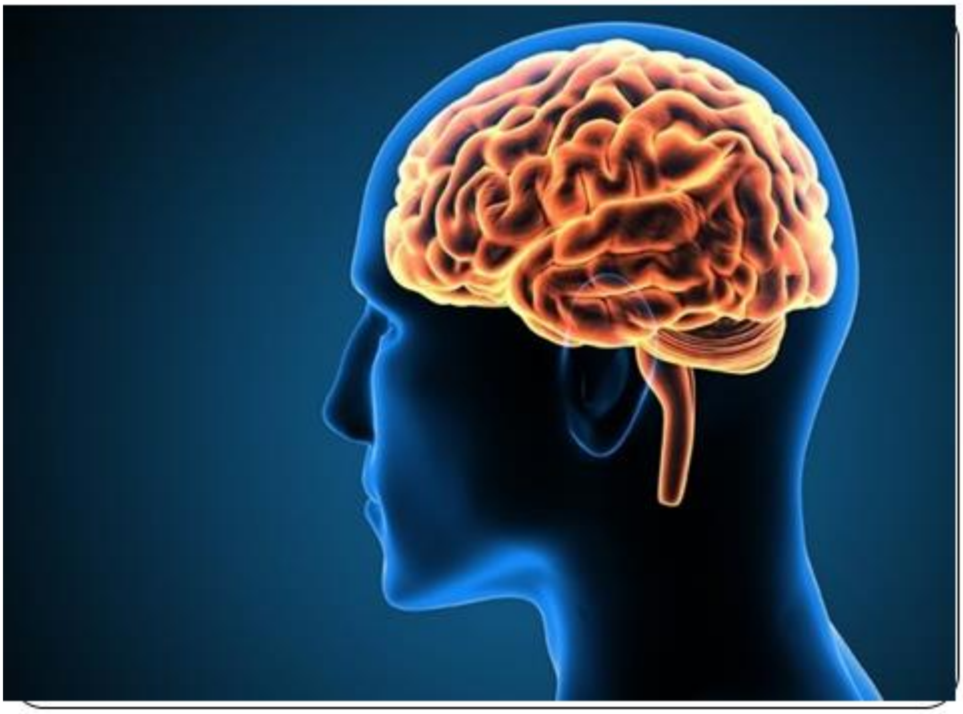

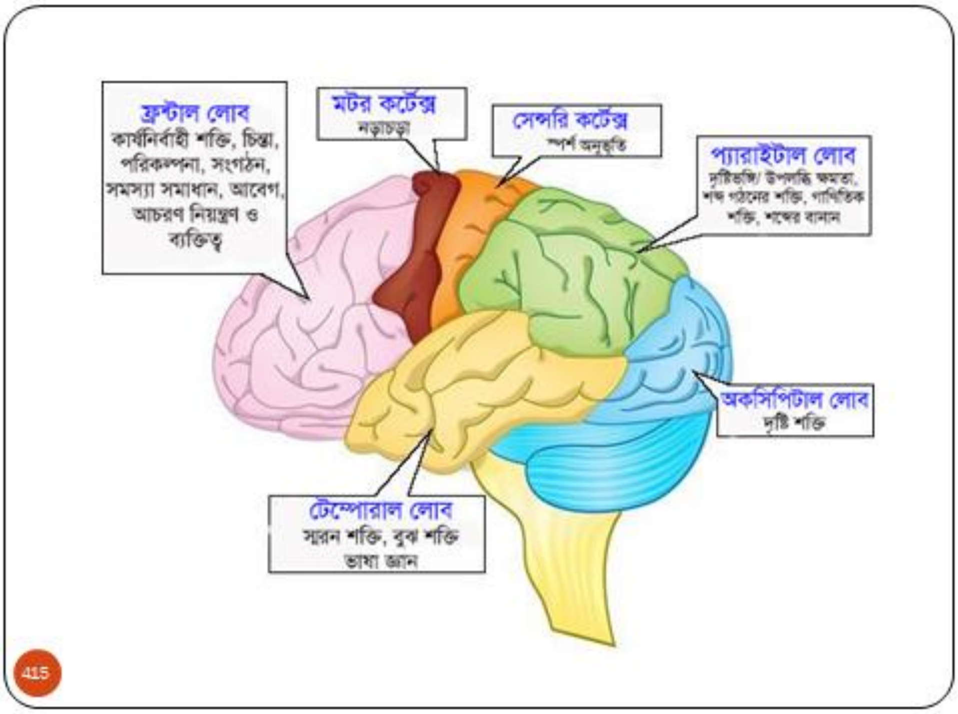

মণীষীর বক্তব্য-২
জ্ঞানার্জনের মূলনীতি তিনটি। ওহী, অনুভূতি ও আকল।
(ইমাম গাযালী রহ., আল-ইসলাম ওয়াত ত্বায়াকাত আল-মুআত্তালাত, মিশর : দারু নাহদাহ, খ. ১. পৃ. ৭৫)

মণীষীর বক্তব্য-৩
ইলম অর্জনের উৎস তিনটি। আল-কুর'আনুল কারীম, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সুন্নাহ ও বিশুদ্ধ আকল ও অনুভূতি-চেতনা।
(আলী ইবন নায়িফ আশ-শুহুদ, মাওসূআতুল বুহুস ওয়াল মাকালাত আল-ইলমিয়্যাহ, ভূক্তি-মাসাদিরুল ইলম ফীল ইসলাম, পৃ. ১।)

মণীষীর বক্তব্য-৪
ইমাম ইবন তাইমিয়্যাহ রহ. বলেন : জ্ঞার্জনের উৎস তিনটি। কুর'আন, সুন্নাহ, বিবেক।
(মাজাল্লাতুল বায়ান, খ. ৬৫, পৃ. ৩০।)

Common sense
প্রমাণিত জ্ঞান না অপ্রমাণিত (সাধারণ) জ্ঞান
বাস্তবতা

- কোনটি সঠিক? শিক্ষা, পরিবেশ ইত্যাদির প্রভাবে Common sense উৎকর্ষিত ও অবদমিত-
  ১. হয় ২. অব্যশ্যই হয় ৩. হয় না ৪. বলা কঠিন

- কোনটি সঠিক? Common sense-
  ১. প্রমাণিত জ্ঞান ২. অপ্রমাণিত (সাধারণ) জ্ঞান ৩. কোনটি সঠিক নয় ৪. বলা কঠিন

আল কুরআন

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا . وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا.

অনুবাদ: অবশ্যই সে সফল হবে যে তাকে (Common sense- কে) উৎকর্ষিত করবে। আর অবশ্যই সে ব্যর্থ হবে যে তাকে (Common sense- কে) অবদমিত করবে। (আশ্‌-শামস/৯১ : ৯, ১০)

ব্যাখ্যা: ৯নং আয়াতে বলা হয়েছে- অবশ্যই সে সফল হবে যে Common sense- কে উৎকর্ষিত করবে।

এ সফলতার কারণ কী?

এ সফলতার কারণ হলো- Common sense উৎকর্ষিত হলে তা ব্যবহার করে ব্যক্তি কুরআন ও সুন্নাহর অর্থ ও ব্যাখ্যা সঠিকভাবে বুঝতে পারবে। ফলে তার আমল সঠিক হবে। তাই সে সফল হবে। ১০নং আয়াতে বলা হয়েছে- অবশ্যই সে ব্যর্থ হবে যে Common sense- কে অবদমিত করবে। এ ব্যর্থতার কারণ হলো- Common sense অবদমিত হলে তা ব্যবহার করে ব্যক্তি কুরআন ও সুন্নাহর অর্থ ও ব্যাখ্যা সঠিকভাবে বুঝতে পারবে না। ফলে তার আমল ভুল হবে। তাই সে ব্যর্থ হবে।

এ ব্যর্থতার কারণ কী?

এ দু'খানি আয়াতসহ আরো আয়াত (পরে আসছে) থেকে জানা যায়- জন্মগত ভাবে পাওয়া জ্ঞানের শক্তি Common sense উৎকর্ষিত ও অবদমিত হতে পারে। তাই, Common sense এর তথ্য সঠিক বা ভুল উভয়টি হতে পারে। তবে, একই উৎস থেকে আসার কারণে ভুল হওয়া থেকে সঠিক হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশী। আর তাই Common sense হলো জন্মগতভাবে আল্লাহ প্রদত্ত অপ্রমাণিত (সাধারণ) জ্ঞান।

আল হাদীস

হাদীস-১

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ ... ...عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- :مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلاَّ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بَهِيمَةً جَمْعَاءَ هَلْ تُحِسُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ.

অনুবাদ: ইমাম মুসলিম (রহ.) আবূ হুরাইরা (রা.) এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি হাজেব বিন ওয়ালীদ থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন-

আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, নিশ্চয় রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, প্রতিটি শিশুই মানব প্রকৃতির ওপর জন্মগ্রহণ করে। অতঃপর তার মা-বাবাই তাকে ইয়াহুদী, খ্রিস্টান বা অগ্নিপূজারী রূপে গড়ে তোলে। যেমন, চতুষ্পদ পশু নিখুঁত বাচ্চা জন্ম দেয়। তোমরা কি তাদের মধ্যে কোনো কানকাটা দেখতে পাও? (বরং মানুষেরাই তার নাক কান কেটে দিয়ে বা ছিদ্র করে তাকে বিকৃত করে থাকে)। মুসলিম, আস-সহীহ, হাদীস নং- ৬৯২৬।

হাদীস-২

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ ... ... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، بِحَدِيثٍ يَرْفَعُهُ، قَالَ : النَّاسُ مَعَادِنُ كَمَعَادِنِ الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ، خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقُهُوا، وَالْأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ، فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا ائْتَلَفَ، وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا اخْتَلَفَ.

অনুবাদ : ইমাম মুসলিম (রহ.) আবূ হুরায়রা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি যুহাইর বিন হারব থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ মুসলিম' গ্রন্থে লিখেছেন-

আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, মানুষ খনিজ পদার্থ স্বরূপ। যেমন- রৌপ্য ও স্বর্ণ। জাহিলী যুগে তাদের মধ্যে যারা উত্তম ছিল, ইসলামেও তাঁরা উত্তম হবে যদি তাঁরা ইসলামের জ্ঞানার্জন করে। আর আত্মাসমূহ স্বভাবজাত সমাজবদ্ধ। সেখানে যেসব রূহ পরস্পর পরিচিতি লাভ করেছিল, দুনিয়াতে সেগুলো সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে থাকে। আর সেখানে যেগুলো অপরিচিত ছিল, এখানেও তারা অপরিচিত। মুসলিম, আস-সহীহ, হাদীস নং-২৬৩৮।

ব্যাখ্যা : হাদীসটিতে প্রথমে মানুষে মানুষে পার্থক্যকে খনিজ পদার্থ রৌপ্য ও স্বর্ণের পার্থক্যের সাথে তুলনা করা হয়েছে। এ কথার ব্যাখ্যা হলো- খনি থেকে উত্তলনের সাথে সাথে খনিজ পদার্থ রৌপ্যের মূল্য কম ও স্বর্ণের মূল্য বেশি। উভয়ের থেকে খাদ সরানোর পরেও রৌপ্যের মূল্য কম ও স্বর্ণের মূল্য বেশি থাকে। আবার উভয়টি দিয়ে অলংকার বানালেও রৌপ্যের অলংকারের মূল্য কম ও স্বর্ণের অলংকারের মূল্য বেশি থাকে। প্রকৃতি/সৃষ্টিগতভাবে রৌপ্য ও স্বর্ণের মূল্যের যেমন পার্থক্য রয়েছে প্রকৃতি/সৃষ্টিগতভাবে মানুষের মর্যাদার মধ্যেও পার্থক্য আছে। এ পার্থক্যের কারণ- বংশ, গোত্র, দেশ, ভাষা, চেহারা, গায়ের রং, লিঙ্গ ইত্যাদি নয়। এ পার্থক্যের কারণ হলো, জ্ঞানের শক্তি আকল (বিবেক/Common sense)। যা মহান আল্লাহ জন্মগতভাবে সকল মানুষকে দিয়েছেন।

যে উত্তরাধিকারসূত্রে (Heridetarily) অধিক শক্তিশালী আকলের অধিকারী হয় সে জন্মগতভাবে বেশি মর্যাদাশীল। আর যে উত্তরাধিকারসূত্রে (Heridetarily) কম শক্তিশালী আকলের অধিকারী হয় সে জন্মগতভাবে কম মর্যাদাশীল। সত্য জ্ঞান এ উৎসটির শক্তি বাড়ায়। আর মিথ্যা জ্ঞান এ উৎসটির শক্তি কমায়। অন্যদিকে জাহিলী যুগ হলো সে অধঃপতিত যুগ- যে যুগে বিকৃত হয়ে যাওয়ার কারণে মানুষ আল্লাহর কিতাবের সঠিন জ্ঞান পায় না। কিন্তু তারা জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস আকলকেও কাজে লাগায় না।

হাদীসটির পরের বক্তব্য হলো- জাহিলী যুগে তাদের মধ্যে যারা উত্তম ব্যক্তি ছিল, ইসলামেও তাঁরা উত্তম ব্যক্তি হবে যদি তাঁরা ইসলামের জ্ঞানার্জন করে। মানব সভ্যতা বিশেষ করে মুসলিম জাতির জন্য এ বক্তব্যে মহাগুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা রয়েছে। শিক্ষাটি হলো- রৌপ্য ও স্বর্ণের প্রকৃতগতভাবে যে মূল্য আছে কারুকার্য্য করলে সে মূল্য আরো বাড়ে। তবে রৌপ্যের তুলনায় স্বর্ণের মূল্য অধিক বাড়ে।

তাই, যার আকল উত্তরাধিকারসূত্রে (Hereditarily) অধিক শক্তিশালী, সে যদি জাহিলী যুগের সাধারণ সত্য জ্ঞানের আলোকে ঐ উৎসকে উৎকর্ষিত করে এবং সেটি ব্যবহার করে চলে তবে সে তাঁর সমাজে অধিক উত্তম ব্যক্তি বলে বিবেচিত হবে। আর ঐ ব্যক্তি যদি ইসলাম গ্রহন করে এবং কুরআন ও সুন্নাহর সঠিক জ্ঞানের মাধ্যমে তাঁর আকলকে উৎকর্ষিত করে এবং সে আকল ব্যবহার করে চলে তবে সে ইসলামী সমাজেও অধিক উত্তম ব্যক্তি বলে বিবেচিত হবে। তাই, আকল (বিবেক/কান্ডজ্ঞান/Common sense) হলো জন্মগতভাবে আল্লাহ প্রদত্ত একটি জ্ঞানের উৎস। হাদীসগুলো থেকে জানা যায়- জন্মগত ভাবে পাওয়া জ্ঞানের শক্তি Common sense উৎকর্ষিত ও অবদমিত হতে পারে। তাই Common sense হলো জন্মগতভাবে আল্লাহ প্রদত্ত অপ্রমাণিত (সাধারণ) জ্ঞান।

জ্ঞানের আল্লাহ প্রদত্ত উৎস তিনটিকে যথাযথভাবে ব্যবহার করার গুরুত্ব

কুরআনকে যথাযথভাবে ব্যবহার করার গুরুত্ব

আল কুরআন

তথ্য-১

وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَ مَلٰيِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَ رُسُلِهِ والْيَوْمِ الاخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَلاً بَعِيْدًا

অনুবাদ: আর যে আল্লাহ, ফেরেশতা, কিতাব (কুরআন), রাসূলগণ (সুন্নাহ) ও পরকালকে বিশ্বাস করেনা সে পথভ্রষ্ট হয়ে বহু দূরে চলে যাবে। (আন নিসা/৪ : ১৩৬)

তথ্য-২

وَمَنْ يَعْصِ اللّٰهُ وَ رَسُوْلَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَلاً مُّبِيْنَا

অনুবাদ : আর কেউ আল্লাহ (কুরআন) এবং তাঁর রাসূলকে (সুন্নাহ) অমান্য করলে সে স্পষ্টভাবে পথভ্রষ্ট হবে। (আল আহযাব/৩৩ : ৩৬)

তথ্য-৩

شَهْرُ رَمَضَانَ اَلَّذِيْ أُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْأنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدى وَالْفُرْقَانِ ج

অনুবাদ: রমযান মাস। যে মাসে কুরআন নাযিল হয়েছে। (কুরআন) সকল মানুষের জীবন পরিচালনার পথনির্দেশিকা (জ্ঞানের উৎস) এবং পথনির্দেশিকার মধ্যে এটি স্পষ্টভাবে প্রমাণিত শিক্ষাধারণকারী ও সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী। (আল বাকারা/২ : ১৮৫)

আল হাদীস

হাদীস-১

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ ... ...عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ : وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيٌّ، وَلَا نَصْرَانِيٌّ، ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ

অনুবাদ: ইমাম মুসলিম (রহ.) আবূ হুরায়রা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি ইউনুস বিন আবদুল আ'লা থেকে শুনে তাঁর ‘সহীহ মুসলিম’ গ্রন্থে লিখেছেন-আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন- যার হাতে মুহাম্মাদের জীবন তাঁর কসম! এই উম্মাতের (মানুষের) কেউই, চাই সে ইহুদী বা নাসারা (বা অন্য কিছু) হোক না কেন, আমার সম্পর্কে শুনবে অথচ যা নিয়ে আমি প্রেরিত হয়েছি (কুরআন) তার প্রতি ঈমান না এনে (জ্ঞান অর্জন ও বিশ্বাস না করে) মারা যাবে, সে নিশ্চয়ই জাহান্নামের অধিবাসী হবে।
মুসলিম, আস-সহীহ, হাদীস নং- ৪০৩।

হাদীস-২

أَخْرَجَ الْإِمَامُ النَسَائِي ... ... عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ فِى خُطْبَتِهِ يَحْمَدُ اللَّهَ وَيُثْنِى عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ يَقُولُ « مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلاَ هَادِىَ لَهُ إِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَأَحْسَنَ الْهَدْىِ هَدْىُ مُحَمَّدٍ وَشَرَّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ وَكُلَّ ضَلاَلَةٍ فِى النَّارِ... ... ...

অনুবাদ : ইমাম নাসাঈ (রহ.) জাবির ইবন আব্দিল্লাহ (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি উতবাহ ইবন আব্দিল্লাহ (রহ.) থেকে শুনে তাঁর ‘সুনানুন নাসাঈ’ গ্রন্থে লিখেছেন-জাবির ইব্‌ন আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স.) তাঁর খুৎবায় আল্লাহ তা'য়ালার যথাযোগ্য প্রশংসা এবং গুণ বর্ণনা করতেন। অতঃপর বলতেন- আল্লাহ (অতাৎক্ষণিকভাবে) যাকে হিদায়াত দান করবেন তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারবে না। আর যাকে তিনি (অতাৎক্ষণিকভাবে) পথভ্রষ্ট করবেন তাকে কেউ হিদায়াত প্রদান করতে পারবে না। নিশ্চয় একমাত্র নির্ভুল কথা হলো আল্লাহর কিতাব, আর সর্বোত্তম পথ হলো মুহাম্মাদ-এর পথ। আর সবচেয়ে নিকৃষ্ট বিষয় হলো (শরীয়াতের মধ্যে কোনো) নবউদ্ভাবিত বিষয়, আর প্রত্যেক নবউদ্ভাবিত বিষয় হলো পথভ্রষ্টতা, আর প্রত্যেক পথভ্রষ্টতাই জাহান্নামে যাবে। ... ... আন-নাসঈ, আস-সুনান, হাদীস নং-১৫৮৯।

ব্যাখ্যা : মানব জীবন সম্পর্কিত তাত্ত্বিক কথা ধারণকারী একমাত্র নির্ভুল গ্রন্থ হলো আল কুরআন। আর কুরআনের বিষয়ের সবচেয়ে সঠিক বাস্তবায়ন/ ব্যাবহারিক পদ্ধতি হলো মুহাম্মাদ (স.)-এর সুন্নাহ (হাদীস)।

হাদীস-৩

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِم ... ... عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِذَا خَطَبَ احْمَرَّتْ عَيْنَاهُ وَعَلاَ صَوْتُهُ وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ حَتَّى كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ يَقُولُ « صَبَّحَكُمْ وَمَسَّاكُمْ ». وَيَقُولُ « بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةَ كَهَاتَيْنِ ». وَيَقْرُنُ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى وَيَقُولُ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ وَشَرُّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ.

অনুবাদ : ইমাম মুসলিম (রহ.) জাবির ইবন আব্দিল্লাহ (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি মুহাম্মাদ ইবনিল মুছান্না (রহ.) থেকে শুনে তাঁর ‘সহীহ’ গ্রন্থে লিখেছেন-রসূলুল্লাহ (স.) যখন খুতবা (ভাষণ) দিতেন তখন তাঁর চক্ষুদ্বয় রক্তিম বর্ণ ধারণ করত, কণ্ঠস্বর জোরালো হতো এবং তাঁর রাগ বেড়ে যেত, এমনকি মনে হতো, তিনি যেন শত্রুবাহিনী সম্পর্কে সতর্ক করছেন আর বলছেন... ... ... তিনি (স.) আরও বলতেন-
অতঃপর অবশ্যই সর্বোত্তম কথা হলো আল্লাহর কিতাব এবং সর্বোত্তম পথ হলো মুহাম্মাদ-এর পথ। অতীব নিকৃষ্ট বিষয় হলো (ধর্মের মধ্যে) নতুন উদ্ভাবন (বিদ'আত)। প্রতিটি বিদ'আত ভ্রষ্ট। মুসলিম, আস-সহীহ, হাদীস নং-২০৪২।

হাদীস-৪

أخرج الحاكم... ... ... عبد الله بن أبي سفيان : أنه سمع عمر بن الخطاب يقول : قيدوا العلم بالكتاب.

অনুবাদ : ইমাম হাকিম (রহ.) আব্দুল মালিক ইবন আব্দিল্লাহ ইবন আবী সুফিয়ান (রহ.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি আবূ আব্দিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন ইয়া'কূব (রহ.) থেকে শুনে তাঁর ‘আল-মুস্তাদরাক’ গ্রন্থে লিখেছেন- আব্দুল মালিক ইবন আব্দিল্লাহ (রহ.) বলেন, উমার (রা.) বলেছেন - তোমরা আল্লাহর কিতাবকে জ্ঞানের মানদন্ড বানাও। আল-হাকিম, আল-মুস্তাদরাক, হাদীস নং-৩৬০।

হাদীসকে যথাযথভাবে ব্যবহার করার গুরুত্ব

আল কুরআন

তথ্য-১

مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ۖ

অনুবাদ: যে রাসূলের আনুগত্য করলো সে আল্লাহরই আনুগত্য করলো। (আন নিসা/৪ : ৮২)

তথ্য-২

وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَ مَلَيِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَ رُسُلِهِ والْيَوْمِ الاخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَلاً بَعِيْدًا

অনুবাদ: আর যে আল্লাহ, ফেরেশতা, কিতাব (কুরআন), রাসূলগণ (সুন্নাহ) ও পরকালকে বিশ্বাস করেনা সে পথভ্রষ্ট হয়ে বহু দূরে চলে যাবে। (আন নিসা/৪ : ১৩৬)

তথ্য-৩

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهُ وَ رَسُوْلَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَلاً مُّبِيْنَا

অনুবাদ : আর কেউ আল্লাহ (কুরআন) এবং তাঁর রাসূলকে (সুন্নাহ) অমান্য করলে সে স্পষ্টভাবে পথভ্রষ্ট হবে। (আল আহযাব/৩৩ : ৩৬)

তথ্য-৪

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَاى . اِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُّوْحى .

অনুবাদ: আর সে (রাসূল) মনগড়া কথা বলে না। এটা তার প্রতি প্রেরিত ওহী ছাড়া কিছু নয়।
(আন নাজম/৫৩ : ৩, ৪)

আল হাদীস

হাদীস-১

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ ... ...عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ : وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيٌّ، وَلَا نَصْرَانِيٌّ، ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ.

অনুবাদ: ইমাম মুসলিম (রহ.) আবূ হুরায়রা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি ইউনুস বিন আবদুল আ'লা থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ মুসলিম' গ্রন্থে লিখেছেন-আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন- যার হাতে মুহাম্মাদের জীবন তাঁর কসম! এই উম্মাতের (মানুষের) কেউই, চাই সে ইহুদী বা নাসারা (বা অন্য কিছু) হোক না কেন, আমার সম্পর্কে শুনবে অথচ যা নিয়ে আমি প্রেরিত হয়েছি (কুরআন) তার প্রতি ঈমান না এনে (জ্ঞান অর্জন ও বিশ্বাস না করে) মারা যাবে, সে নিশ্চয়ই জাহান্নামের অধিবাসী হবে।

মুসলিম, *আস-সহীহ*, হাদীস নং- ৪০৩।

হাদীস-২

أَخْرَجَ الْإِمَامُ النَسَائِي ... ... عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ فِى خُطْبَتِهِ يَحْمَدُ اللَّهَ وَيُثْنِى عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ يَقُولُ « مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلاَ هَادِىَ لَهُ إِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَأَحْسَنَ الْهَدْىِ هَدْىُ مُحَمَّدٍ وَشَرَّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ وَكُلَّ ضَلاَلَةٍ فِى النَّارِ... ... ...

অনুবাদ : ইমাম নাসাঈ (রহ.) জাবির ইবন আব্দিল্লাহ (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি উতবাহ ইবন আব্দিল্লাহ (রহ.) থেকে শুনে তাঁর সুনানুন নাসাঈ' গ্রন্থে লিখেছেন-জাবির ইব্ন আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স.) তাঁর খুৎবায় আল্লাহ তা'য়ালার যথাযোগ্য প্রশংসা এবং গুণ বর্ণনা করতেন।অতঃপর বলতেন- আল্লাহ (অতাৎক্ষণিকভাবে) যাকে হিদায়াত দান করবেন তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারবে না। আর যাকে তিনি (অতাৎক্ষণিকভাবে) পথভ্রষ্ট করবেন তাকে কেউ হিদায়াত প্রদান করতে পারবে না। নিশ্চয় একমাত্র নির্ভুল কথা হলো আল্লাহর কিতাব, আর সর্বোত্তম পথ হলো মুহাম্মাদ-এর পথ। আর সবচেয়ে নিকৃষ্ট বিষয় হলো (শরীয়াতের মধ্যে কোনো) নবউদ্ভাবিত বিষয়, আর প্রত্যেক নবউদ্ভাবিত বিষয় হলো পথভ্রষ্টতা, আর প্রত্যেক পথভ্রষ্টতাই জাহান্নামে যাবে। ... ... আন-নাসঈ, আস-সুনান, হাদীস নং-১৫৮৯।

ব্যাখ্যা : মানব জীবন সম্পর্কিত তাত্ত্বিক কথা ধারণকারী একমাত্র নির্ভুল গ্রন্থ হলো আল কুরআন। আর কুরআনের বিষয়ের সবচেয়ে সঠিক বাস্তবায়ন/ ব্যাবহারিক পদ্ধতি হলো মুহাম্মাদ (স.)-এর সুন্নাহ (হাদীস)।

হাদীস-৩

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِم ... ... عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِذَا خَطَبَ احْمَرَّتْ عَيْنَاهُ وَعَلاَ صَوْتُهُ وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ حَتَّى كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ يَقُولُ « صَبَّحَكُمْ وَمَسَّاكُمْ ». وَيَقُولُ « بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةَ كَهَاتَيْنِ ». وَيَقْرُنُ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى وَيَقُولُ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ وَشَرُّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ.

অনুবাদ : ইমাম মুসলিম (রহ.) জাবির ইবন আব্দিল্লাহ (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি মুহাম্মাদ ইবনিল মুছান্না (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন-রসূলুল্লাহ (স.) যখন খুতবা (ভাষণ) দিতেন তখন তাঁর চক্ষুদ্বয় রক্তিম বর্ণ ধারণ করত, কণ্ঠস্বর জোরালো হতো এবং তাঁর রাগ বেড়ে যেত, এমনকি মনে হতো, তিনি যেন শত্রুবাহিনী সম্পর্কে সতর্ক করছেন আর বলছেন... ... ... তিনি (স.) আরও বলতেন- অতঃপর অবশ্যই সর্বোত্তম কথা হলো আল্লাহর কিতাব এবং সর্বোত্তম পথ হলো মুহাম্মাদ-এর পথ। অতীব নিকৃষ্ট বিষয় হলো (ধর্মের মধ্যে) নতুন উদ্ভাবন (বিদ'আত)। প্রতিটি বিদ'আত ভ্রষ্ট। মুসলিম, আস-সহীহ, হাদীস নং-২০৪২।

Common sense কে যথাযথভাবে ব্যবহার করার গুরুত্ব

বাস্তবতা

বাস্তব উদাহরণ-১

- কোনটি সঠিক? Common sense ব্যবহার না করলে মানুষের জীবন পরিচালনা করা-
  ১. সম্ভব ২. অসম্ভব ৩. অবশ্যই অসম্ভব ৪. বলা কঠিন
- তাহলে কোনটি সঠিক?Common sense-
  ১. তেমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়
  ২. সামান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়
  ৩. অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়
  ৪. বলা কঠিন

বাস্তব উদাহরণ-২

- কোনটি সঠিক?Non-sense বললে-
  ১. কেউ কিছু মনে করেনা
  ২. মানুষ সামান্য রাগ করে
  ৩. মারা-মারি শুরু হয়ে যাবে
  ৪. বলা কঠিন

এ থেকে বুঝা যায় মানুষ Common-sense কে মর্যাদার প্রতীক মনে করে।

- কোনটি সঠিক?যে বিষয়টিকে মানুষ মর্যাদার প্রতিক মনে করে সেটি-
  ১. তেমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়
  ২. সামান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়
  ৩. অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়
  ৪. বলা কঠিন

তাই বাস্তবতা অনুযায়ী Common-sense অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়।

বাস্তব উদাহরণ-৩

জন্মগভাবে পাওয়া 'রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্হা' নামক দারোয়ান অবদমিত হলে ছোট জীবানুও রোগ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয় এবং ঐ রোগে মানুষ মারা যায়
উদাহরণ- AIDS

তাই জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের মধ্যে ভুল ঢুকানে প্রতিরোধ করামূলক দারোয়ান Common sense অবদমিত হলে বাচ্চা শয়তানরাও ধোঁকা দিয়ে জ্ঞানের মধ্যে ভুল ঢুকিয়ে জ্ঞানকে লন্ড-ভন্ড করে দিতে সক্ষম হয়। বর্তমান মুসলিম জাতি Common sense-কে শুধু অবদমিতই করে নাই জ্ঞানের উৎসের তালিকা থেকে Common sense-কে বাদ দিয়েছে। অর্থাৎ বর্তমান মুসলিম জাতি জ্ঞানের কঠিনতম AIDS রোগ ভুগছে। তাই, বাচ্চা শয়তানরাও ধোঁকা দিয়ে তাদের জ্ঞানের রাজ্যকে লন্ড-ভন্ড করে দিয়েছে।

বাস্তব উদাহরণ-৪

- কোনটি সঠিক? সাধারণ নৈতিকতার (মিথ্যা বলা, ওয়াদা ভংঙ্গ করা, আমাতের খিয়ানাত করা, ভেজাল দেয়া, ঘুষ খাওয়া ইত্যাদি) বিরুদ্ধ কাজ বেশি সংঘটিত হয়-
  ১. মুসলিম দেশে
  ২. ইউরোপ ও আমিরিকায়
  ৩. কোনটি সঠিক নয়
  ৪. বলা কঠিন
- কোনটি সঠিক? সাধারণ নৈতিকতার বিরুদ্ধ কাজ ইউরোপ-আমিরিকার তুলনায় মুসলিম দেশে বেশি হওয়ার কারণ হলো মুসলিমরা-
  ১. পরকালে বিশ্বাস করে না

২. Common sense, Logic, Justification, Conscience, বিবেক, আকল, বোধশক্তি, কান্ডজ্ঞানকে আদালাত মনে করে না
৩. কোনটি সঠিক নয়
৪. বলা কঠিন

আল কুরআন

তথ্য-১

وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَىٰ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَّا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ .

(আল আন'আম/৬ : ১১১)

অনুবাদ : আর আমরা যদি তাদের কাছে ফেরেশতা প্রেরণ করতাম, মৃতরা যদি তাদের সাথে কথা বলতো এবং সব বস্তুকে তাদের সম্মুখে উপস্থিত করা হতো তবুও তারা ঈমান আনতে পারবে না, আল্লাহর (অতাৎক্ষণিক) ইচ্ছা ব্যতীত। কারণ, তাদের অধিকাংশই يَجْهَلُونَ ।

আয়াতখানির ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ কী?

ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ : আর আমরা যদি তাদের কাছে ফেরেশতা প্রেরণ করতাম, মৃতরা যদি তাদের সাথে কথা বলতো এবং সব বস্তুকে তাদের সম্মুখে উপস্থিত করা হতো তবুও তারা ঈমান আনতে পারবে না, আল্লাহর তৈরি করা ঈমান আনার প্রোগ্রাম অনুসরণ করা ইচ্ছা ব্যতীত। কারণ, তাদের অধিকাংশই Common sense ব্যাবহার না করা ব্যক্তি।

কোনটি সঠিক?যে বিষয়টিকে যথাযথভাবে ব্যবহার না করলে মানুষ ঈমান আনতে পারেনা সেটি-

১. তেমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়
২. সামান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়
৩. অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়
৪. বলা কঠিন

❖ তথ্য-২

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا ۖ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَٰكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ.

(সূরা হাজ্জ/২২ : ৪৬)

অনুবাদ : তারা কি পৃথিবী ভ্রমণ করেনি? তা হলে তারা এমন মন (মনে থাকা Common sense) সম্পন্ন হতো যা দ্বারা বুঝতে পারতো (কুরআন পড়ে বুঝতে পারতো) এবং এমন কান সম্পন্ন হতো যা দ্বারা শুনতে পারতো (কুরআন শুনে বুঝার মতো শ্রুতিশক্তি সম্পন্ন হতো)। প্রকৃতপক্ষে চোখ অন্ধ নয় বরং অন্ধ হচ্ছে মন (মনে থাকা Common sense) যা অবস্থিত সম্মুখ ব্রেইনে (Fore brain)।(সূরা হাজ্জ/২২ : ৪৬)

তথ্য-৩

هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ .

অনুবাদ : (কুরআন) একটি পথনির্দেশিকা মুত্তাকীদের জন্য।

আয়াতখানির ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ কী?

ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ : (কুরআন) একটি পথনির্দেশিকা আল্লাহ সচেতন তথা আকল/Common sense সম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য।অর্থাৎ বে-আকল/ Non-sense ব্যক্তিরা কুরআন থেকে হিদায়েত নিতে পারবে না।

তথ্য-৪

وَ يَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِيْنَ لاَ يَعْقِلُوْنَ .

অনুবাদ : যারা Common sense কে (যথাযথভাবে) ব্যবহার করে না তাদের ওপর তিনি (অতাৎক্ষণিকভাবে) ভুল চাপিয়ে দেন। (সুরা ইউনুস/১০ : ১০০)

ব্যাখ্যা : যারা Common sense কে যথাযথভাবে ব্যবহার করে না তাদের ওপর আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম অনুযায়ী ভুল চেপে বসে। এর কারণ হলো- তারা জ্ঞানের কঠিনতম AIDS রোগে আক্রান্ত হয়। ফলে, বাচ্চা শয়তানরাও ধোঁকা দিয়ে তাদের জ্ঞানের রাজ্যকে লন্ড-ভন্ড করে দেয়।

- কোনটি সঠিক? যে বিষয়টিকে যথাযথভাবে ব্যবহার না করলে জ্ঞানের রাজ্যকে লন্ড-ভন্ড হয়ে যায় বলে কুরআন বলেছে সেটি-
  ১. তেমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়
  ২. সামান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়
  ৩. অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়
  ৪. বলা কঠিন

তথ্য-৪

اِنَّ شَرَّا الدَّوَابِّ عِنْدَ اللهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِيْنَ لاَ يَعْقِلُوْنَ .

অনুবাদ: নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট নিকৃষ্টতম জন্তু হলো সেই সব বধির, বোবা লোক যারা Common sense কে (যথাযথভাবে) কাজে লাগায়না।(আল আনফাল/৮ : ২২)

Common sense কে কাজে না লাগানো ব্যক্তিদেরকে নিকৃষ্টতম জন্তু বলার কারণ কী?
এর কারণ হলো- তারা জ্ঞানের কঠিনতম AIDS রোগে আক্রান্ত। ফলে, তাদের জ্ঞান ও আমল লন্ড-ভন্ড

- কোনটি সঠিক? যে বিষয়টিকে যথাযথভাবে ব্যবহার না করলে আল্লাহর নিকট নিকৃষ্টতম জন্তু বলে গণ্য হতে হবে সেটি-
  ১. তেমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়
  ২. সামান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়
  ৩. অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়
  ৪. বলা কঠিন

তথ্য-৫

كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيْهَا فَوْجٌ سَاَلَهُمْ خَزَنَتُهَا اَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيْرٌ . قَالُوْ بَلَى قَدْ جَاءَنَا نَذِيْرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللهُ مِنْ شَيْءٍ ج اِنْ اَنْتُمْ اِلاَّ فِى ضَلَلٍ كَبِيْرٍ . وَقَالُوْ لَوْكُنَّا نَسْمَعُ اَوْنَعْقِلُ مَاكُنَّا فِيْ اَصْحٰبِ السَّعِيْرِ .

(আল মুলক/৬৭ : ৮-১০)

অনুবাদ: যখনই তাতে (জাহান্নামে) কোনো কাফির দল উপস্থিত হবে, রক্ষীগণ জিজ্ঞাসা করবে- কোনো সতর্ককারী কি তোমাদের নিকট পৌঁছায়নি? উত্তরে তারা বলবে- সতর্ককারী আমাদের নিকট

পৌঁছেছিল কিন্তু আমরা তাদের অস্বীকার করেছিলাম এবং বলেছিলাম- আল্লাহ কিছুই নাযিল করেননি, আসলে তোমরা বিরাট ভুলের মধ্যে আছো। অতঃপর তারা বলবে- আমরা যদি (কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্য) শুনতাম অথবা Common sense (যথাযথভাবে) ব্যবহার করতাম তবে আজ আমাদের জাহান্নামে আসতে হতোনা।

- কোনটি সঠিক?যে বিষয়টিকে যথাযথভাবে ব্যবহার না করা জাহান্নামে যাওয়ার কারণ হবে সেটি-
  ১. তেমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়
  ২. সামান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়
  ৩. অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়
  ৪. বলা কঠিন

আল হাদীস

হাদীস-১

أَخْرَجَ فِيْ 'مُسْنَدِ أحْمَد ... ... عَنْ اَبِىْ حُمَيْدٍ وَ اَبِىْ اُسَيْدٍ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ (ص) قَالَ اِذَا سَمِعْتُمُ الْحَدِيْثَ عَنِّىْ تَعْرِفُهُ قُلُوْبُكُمْ وَ تَلِيْنَ لَهُ اِشْعَارُكُمْ وَ اَبْشَارُكُمْ وَ تَرَوْنَ اَنَّهُ مِنْكُمْ قَرِيْبُ فَاَنَا اَوْلاَ كُمْ بِه . وَ اِذَا سَمِعْتُمُ الْحَدِيْثَ عَنِّىْ تُنْكِرُهُمْ قُلُوْبِكُمْ وَتَنْفِرُ مِنْهُ اِشْعَارِكُمْ وَ اَبْشَارِكُمْ وَ تَرَوْنَ اَنَّهُ مِنْكُمْ بَعِيْدٌ فَاَنَا اَبْعَدِكُمْ مِنْهُ .

অনুবাদ: ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহ.) আবু হুমাইদ (রা.) ও আবু উসাইদ (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি আবু আ'মের থেকে শুনে তাঁর 'মুসনাদ' গ্রন্থে লিখেছেন-

আবু হুমাইদ (রা.) ও আবু উসাইদ (রা.) বলেন, রাসূল (স.) বলেন- যখন তোমরা আমার নামে বলা কোনো হাদীস শুন তখন যেটিকে তোমাদের মন (ক্বলব) মেনে নেয় এবং যার প্রতি তোমাদের (মনে থাকা) ইঙ্গিত ও সুখবর দানকারী শক্তি (Common sense) নরম হয়ে যায় (সম্মতি দেয়) এবং তোমরা দেখতে পাও তোমরা হাদীসটি (গ্রহন করার) কাছাকাছি, তখন জেনে নেবে যে, তোমাদের চেয়ে আমি সেটির অধিক কাছে (সেটি আমার হাদীস)। আর যখন তোমরা আমার নামে বলা কোনো হাদীস শুন, তখন যেটিকে তোমাদের মন (ক্বলব) অস্বীকার করে (মেনে নেয় না) এবং যেটি তোমাদের (মনে থাকা) ইঙ্গিত ও সুখবর দানকারী শক্তি (Common sense) অস্বস্তি বোধ করে এবং দেখতে পাও সেটি (গ্রহন করা) থেকে তোমরা দূরে তখন জেনে নেবে যে, আমি তোমাদের চেয়ে সেটির অধিক দূরে (সেটি আমার হাদীস নয়)।
মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং ১৬১০২।

ব্যাখ্যা: হাদীসখানি থেকে জানা যায়-

১. Common sense হলো শুনা হাদীস যাচাইয়ের একটি (প্রাথমিক) মাধ্যম

২. Common sense-এর সর্বসম্মত রায়ের মর্যাদা রাসূল (স.)-এর হাদীসের মর্যাদার সমান।

- তাহলে কোনটি সঠিক?হাদীসখানি অনুযায়ী Common sense-এর গুরুত্ব-
  ১. তেমন নয় ২. সামান্য ৩. অপরিসীম ৪. বলা কঠিন

হাদীস-২

أَخْرَجَ فِيْ 'مُسْنَدِ أحْمَد ... ...عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ : مَا الْإِيمَانُ؟ قَالَ : إِذَا سَرَّتْكَ حَسَنَتُكَ، وَسَاءَتْكَ سَيِّئَتُكَ فَأَنْتَ مُؤْمِنٌ . قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ، فَمَا الْإِثْمُ؟ قَالَ : إِذَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ شَيْءٌ فَدَعْهُ .

অনুবাদ : আবূ উমামা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি রাওহ (রহ.) থেকে শুনে 'মুসনাদে আহমাদ' গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে-আবূ উমামা (রা.) বলেন, এক ব্যক্তি রসূল (স.)-কে জিজ্ঞেস করল, ঈমান কী? রসূল (স.) বললেন- যখন সৎকাজ তোমাকে আনন্দ দেবে ও অসৎ কাজ পীড়া দেবে, তখন তুমি মু'মিন। সে পুনরায় জিজ্ঞেস করল, হে রসূল! গুনাহ (অন্যায়) কী? রসূলুল্লাহ (স.) বলেন- যে বিষয় তোমার মনে (মনে থাকা আকল-এ) সন্দেহ-সংশয় ও অস্বস্তি সৃষ্টি করে (সেটি গুনাহ), তাই তা ছেড়ে দেবে।
আহমাদ, আল-মুসনাদ, হাদীস নং- ২২২২০।

হাদীস-২

أخرج الحاكم رحمه ... ...عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : كرم المؤمن دينه و مروءته عقله و حسبه خلقه .

অনুবাদ : ইমাম হাকিম (রহ.) আবূ হুরায়রা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ১০ম ব্যক্তি আলী ইবন হামশাদ আল-'আদল (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'আল-মুস্তাদরাক' গ্রন্থে লিখেছেন-মুমিনের সম্মান হলো তার দ্বীন, যুক্তির মাধ্যমে দ্বীনকে বোঝানো বা গ্রহনযোগ্য করার শক্তি হলো তার আকল, আর মাপকাঠি হলো তার চরিত্র।
আল-হাকিম, আল-মুস্তাদরাক, হাদীস নং-৪২৫।

হাদীস-৩

أَخْرَجَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ ... ...عَنْ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ لاَ أَدَعَ شَيْئاً مِنَ الْبِرِّ وَالإِثْمِ إِلاَّ سَأَلْتُهُ عَنْهُ وَإِذَا عِنْدَهُ جَمْعٌ فَذَهَبْتُ أَتَخَطَّى النَّاسَ فَقَالُوا إِلَيْكَ يَا وَابِصَةُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِلَيْكَ يَا وَابِصَةُ. فَقُلْتُ أَنَا وَابِصَةُ دَعُونِى أَدْنُو مِنْهُ فَإِنَّهُ مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَىَّ أَنْ أَدْنُوَ مِنْهُ. فَقَالَ لِى « ادْنُ يَا وَابِصَةُ ادْنُ يَا وَابِصَةُ ». فَدَنَوْتُ مِنْهُ حَتَّى مَسَّتْ رُكْبَتِى رُكْبَتَهُ

فَقَالَ « يَا وَابِصَةُ أُخْبِرُكَ مَا جِئْتَ تَسْأَلُنِى عَنْهُ أَوْ تَسْأَلُنِى ». فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَخْبِرْنِى. قَالَ « جِئْتَ تَسْأَلُنِى عَنِ الْبِرِّ وَالإِثْمِ ». قُلْتُ نَعَمْ فَجَمَعَ أَصَابِعَهُ الثَّلاَثَ فَجَعَلَ يَنْكُتُ بِهَا فِى صَدْرِى وَيَقُولُ « يَا وَابِصَةُ اسْتَفْتِ نَفْسَكَ الْبِرُّ مَا اطْمَأَنَّ إِلَيْهِ الْقَلْبُ وَاطْمَأَنَّتْ إِلَيْهِ النَّفْسُ وَالإِثْمُ مَا حَاكَ فِى الْقَلْبِ وَتَرَدَّدَ فِى الصَّدْرِ وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ ». قَالَ سُفْيَانُ « وَأَفْتَوْكَ ».

অনুবাদ : ওয়াবেসা (রা)-এর বর্ণনা সনদের ৭ম ব্যক্তি আব্দুল্লাহ (রহ.) থেকে শুনে 'মুসনাদে আহমাদ' গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে-ওয়াবেসা (রা.) বলেন, আমি রসূল (স.)-এর কাছে আসলাম। ভালো মন্দ সবকিছু নিয়ে সকল প্রশ্নই আমি রসূল (স.)-কে করতাম। তখন রসূল (স.)-এর আশেপাশে তাঁকে প্রশ্নরত অবস্থায় অনেক লোকজন থাকতো। ... ...তখন রসূল (স.) দু'বার অথবা তিনবার বললেন- ''এই! তোমরা ওয়াবেসাকে জায়গা দাও, কাছে আসো হে ওয়াবেসা!''। এরপর রসূল (স.) বললেন, হে ওয়াবেসা! তুমি প্রশ্ন করবে নাকি আমি তোমাকে বলে দেবো?

তখন আমি বললাম- বরং আপনিই বলে দিন। তখন রসূল (স.) বললেন হে ওয়াবেসা! তুমি কি নেকি (সঠিক) ও পাপ (ভুল) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে এসেছো? সে বললো- হ্যাঁ। অতঃপর তিনি আঙুলগুলো একত্র করে আমার সদরে (মাথার অগ্রভাগে) মারলেন এবং বললেন- তোমার ক্বলব (মন) ও নফসের (মন) কাছে উত্তর জিজ্ঞাসা করো। কথাটি তিনি তিনবার বললেন। তারপর বললেন- যে বিষয়ে তোমার নফস (মনে থাকা আকল) স্বস্তি ও প্রশান্তি লাভ করে, তাই নেকী (সঠিক)। আর পাপ (ভুল) হলো তা, যা তোমার নফসে (মনে থাকা আকল) সন্দেহ-সংশয়, খুঁতখুঁত এবং সদরে (সম্মুখ ব্রেইনের থাকা মনে থাকা আকল) অস্বস্তি সৃষ্টি করে। যদিও সে ব্যাপারে মানুষ তোমাকে (ভিন্ন) ফাতওয়া দেয় এবং ফাতওয়া দিতেই থাকে। আহমাদ, আল-মুসনাদ, হাদীস নং ১৭৯২৯।

- কোনটি সঠিক?যে জিনিস সায় না দিলে, কোনো ব্যক্তির কথা যাচাই না করে মেনে নেয়া যাবেনা সে ব্যক্তি যতো বড় মানেরই হোক না কেন সেটি-
  ১. তেমন গুরুত্বপূর্ণ জিনিস নয় ২. সামান্য গুরুত্বপূর্ণ জিনিস
  ৩. অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ জিনিস ৪. বলা কঠিন

হাদীস-৪

أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ... ... ... سَمِعْتُ الشَّعْبِىَّ يَقُولُ : إِنَّمَا كَانَ يَطْلُبُ هَذَا الْعِلْمَ مَنِ اجْتَمَعَتْ فِيهِ خَصْلَتَانِ : الْعَقْلُ وَالنُّسُكُ ،
فَإِنْ كَانَ نَاسِكاً وَلَمْ يَكُنْ عَاقِلاً قَالَ هَذَا أَمْرٌ لاَ يَنَالُهُ إِلاَّ الْعُقَلاَءُ فَلَمْ يَطْلُبْهُ ،
وَإِنْ كَانَ عَاقِلاً وَلَمْ يَكُنْ نَاسِكاً قَالَ هَذَا أَمْرٌ لاَ يَنَالُهُ إِلاَّ النُّسَّاكُ فَلَمْ يَطْلُبْهُ
فَقَالَ الشَّعْبِىُّ : وَلَقَدْ رَهِبْتُ أَنْ يَكُونَ يَطْلُبُهُ الْيَوْمَ مَنْ لَيْسَتْ فِيهِ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا لاَ عَقْلٌ وَلاَ نُسُكٌ.

অনুবাদ : ইমাম দারেমী (রহ.), শা'বী (রহ.)-এর বর্ণনা সনদের ৪র্থ ব্যক্তি সাইদ ইবনে আমের থেকে শুনে তাঁর হাদীস গ্রন্থে লিখেছেন-শা'বী (রহ.) বলেন, তাদের সময় (তাবে'য়ীদের সময়) কেবল সেই ব্যক্তি এ ইলম (কুরআনের জ্ঞান) অর্জন করতে সক্ষম হতো যে নিজের মধ্যে দু'টি গুণের সমাবেশ করতে পারতো-

১.আকল

২.সাধনা/তপস্যা

অতঃপর যে ব্যক্তি সাধনাকারী কিন্তু আকল সম্পন্ন নয় সে বলে-

- এটি এমন একটি গ্রন্থ যার জ্ঞান গভীর জ্ঞান-বুদ্ধি সম্পন্ন লোকেরা ছাড়া কেউ লাভ করতে পারে না।
- ফলে সে তা অন্বেষণ বন্ধ করে দেয়।

আর যে ব্যক্তি আকল সম্পন্ন কিন্তু সাধনাকারী নয় সে বলে-

- এটি এমন একটি গ্রন্থ যার জ্ঞান গভীর সাধনা ছাড়া লাভ করা সম্ভব নয়।
- ফলে সে তা অন্বেষণ বন্ধ করে দেয়।

তারপর শা'বী বলেন, আমার ভয় হয় একদিন এমন ব্যক্তি হয়তো তা (কুরআনের জ্ঞান) অন্বেষণ করবে-

- যার মধ্যে এ দু'টি গুণের একটিও নেই
- না আছে আকল, না আছে সাধনা।

দারেমী, আস-সুনান, হাদীস নং-৩৭৯।

হাদীস-৫

أخرج الحاكم ◌ ◌ ◌ مسلم بن خالد عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : كرم المؤمن دينه و مروءته عقله و حسبه خلقه.

অনুবাদ : ইমাম হাকিম (রহ.) আবূ হুরায়রা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ১০ম ব্যক্তি আলী ইবন হামশাদ আল-'আদল (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'আল-মুস্তাদরাক' গ্রন্থে লিখেছেন-মুমিনের সম্মান হলো তার দ্বীন, যুক্তির মাধ্যমে দ্বীনকে বোঝানো বা গ্রহনযোগ্য করার শক্তি হলো তার আকল, আর মাপকাঠি হলো তার চরিত্র।
আল-হাকিম, আল-মুস্তাদরাক, হাদীস নং-৪২৫।

হাদীস-৬

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ ... ... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، بِحَدِيثٍ يَرْفَعُهُ، قَالَ : النَّاسُ مَعَادِنُ كَمَعَادِنِ الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ، خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقُهُوا، وَالْأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ، فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا ائْتَلَفَ، وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا اخْتَلَفَ.

অনুবাদ : ইমাম মুসলিম (রহ.) আবূ হুরায়রা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি যুহাইর বিন হারব থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ মুসলিম' গ্রন্থে লিখেছেন-আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, মানুষ খনিজ সম্পদ স্বরূপ। যেমন- রৌপ্য ও স্বর্ণ। জাহিলী যুগে তাদের মধ্যে যারা উত্তম ছিল, ইসলামেও তাঁরা উত্তম হবে যদি তাঁরা ইসলামের জ্ঞানার্জন করে। আর আত্মাসমূহ স্বভাবজাত সমাজবদ্ধ। সেখানে যেসব রূহ পরস্পর পরিচিতি লাভ করেছিল, দুনিয়াতে সেগুলো সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে থাকে। আর সেখানে যেগুলো অপরিচিত ছিল, এখানেও তারা অপরিচিত। মুসলিম, আস-সহীহ, হাদীস নং-২৬৩৮।

ব্যাখ্যা : হাদীসটিতে প্রথমে মানুষে মানুষে পার্থক্যকে খনিজ সম্পদ রৌপ্য ও স্বর্ণের পার্থক্যের সাথে তুলনা করা হয়েছে। এ কথার ব্যাখ্যা হলো- খনি থেকে উত্তলনের সাথে সাথে খনিজ পদার্থ রৌপ্যের মূল্য কম ও স্বর্ণের মূল্য বেশি। উভয়ের থেকে খাদ সরানোর পরেও রৌপ্যের মূল্য কম ও স্বর্ণের মূল্য বেশি থাকে। আবার উভয়টি দিয়ে অলংকার বানালেও রৌপ্যের অলংকারের মূল্য কম ও স্বর্ণের অলংকারের মূল্য বেশি থাকে। প্রকৃতি/সৃষ্টিগতভাবে রৌপ্য ও স্বর্ণের মূল্যের যেমন পার্থক্য রয়েছে প্রকৃতি/সৃষ্টিগতভাবে মানুষের মর্যাদার মধ্যেও পার্থক্য আছে। এ পার্থক্যের কারণ- বংশ, গোত্র, দেশ, ভাষা, চেহারা, গায়ের রং, লিঙ্গ ইত্যাদি নয়। এ পার্থক্যের কারণ হলো, জ্ঞানের শক্তি আকল (বিবেক/Common sense)। যা মহান আল্লাহ জন্মগতভাবে সকল মানুষকে দিয়েছেন।

যে উত্তরাধিকারসূত্রে (Heridetarily) অধিক শক্তিশালী আকলের অধিকারী হয় সে জন্মগতভাবে বেশি মর্যাদাশীল। আর যে উত্তরাধিকারসূত্রে (Heridetarily) কম শক্তিশালী আকলের অধিকারী হয় সে জন্মগতভাবে কম মর্যাদাশীল। সত্য জ্ঞান এ উৎসটির শক্তি বাড়ায়। আর মিথ্যা জ্ঞান এ উৎসটির শক্তি কমায়। অন্যদিকে জাহিলী যুগ হলো সে অধঃপতিত যুগ- যে যুগে বিকৃত হয়ে যাওয়ার কারণে মানুষ আল্লাহর কিতাবের সঠিন জ্ঞান পায় না। কিন্তু তারা জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস আকলকেও কাজে লাগায় না। হাদীসটির পরের বক্তব্য হলো- জাহিলী যুগে তাদের মধ্যে যারা উত্তম ব্যক্তি ছিল, ইসলামেও তাঁরা উত্তম ব্যক্তি হবে যদি তাঁরা ইসলামের জ্ঞানার্জন করে। মানব সভ্যতা বিশেষ করে মুসলিম জাতির জন্য এ বক্তব্যে মহাগুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা রয়েছে। শিক্ষাটি হলো- রৌপ্য ও স্বর্ণের প্রকৃতগতভাবে যে মূল্য আছে

11, Shahid Tajuddin Ahmed Sarani (7th Floor), Insaf Barakah Hospital Complex, Moghbazar, Dhaka, Bangladesh
Phone: 88-02-9341150, Mobile: 01199-474617, E-mail: qrfbd2012@gmail.com, Web: www.qrfbd.com

কারুকার্য্য করলে সে মূল্য আরো বাড়ে। তবে রৌপ্যের তূলনায় স্বর্ণের মূল্য অধিক বাড়ে। তাই, যার আকল উত্তরাধিকারসূত্রে (Hereditarily) অধিক শক্তিশালী, সে যদি জাহিলী যুগের সাধারণ সত্য জ্ঞানের আলোকে ঐ উৎসকে উৎকর্ষিত করে এবং সেটি ব্যবহার করে চলে তবে সে তাঁর সমাজে অধিক উত্তম ব্যক্তি বলে বিবেচিত হবে। আর ঐ ব্যক্তি যদি ইসলাম গ্রহন করে এবং কুরআন ও সুন্নাহর সঠিক জ্ঞানের মাধ্যমে তাঁর আকলকে উৎকর্ষিত করে এবং সে আকল ব্যবহার করে চলে তবে সে ইসলামী সমাজেও অধিক উত্তম ব্যক্তি বলে বিবেচিত হবে। তাই, আকল (বিবেক/কান্ডজ্ঞান/Common sense) হলো জন্মগতভাবে আল্লাহ প্রদত্ত একটি জ্ঞানের উৎস।

হাদীস-৭

أَخْرَجَ الإِمَامُ الدَارِمِي ... ... عَنْ كَعْبٍ قَالَ : عَلَيْكُمْ بِالْقُرْآنِ ، فَإِنَّهُ فَهْمُ الْعَقْلِ وَنُورُ الْحِكْمَةِ وَيَنَابِيعُ الْعِلْمِ ، وَأَحْدَثُ الْكُتُبِ بِالرَّحْمَنِ عَهْداً وَقَالَ فِى التَّوْرَاةِ : يَا مُحَمَّدُ إِنِّى مُنَزِّلٌ عَلَيْكَ تَوْرَاةً حَدِيثَةً ، تَفْتَحُ فِيهَا أَعْيُناً عُمْياً وَآذَاناً صُمًّا وَقُلُوباً غُلْفاً.

অনুবাদ : ইমাম দারেমী (রহ.) কা'ব (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি হতে শুনে তাঁর ‘সুনান’ গ্রন্থে লিখেছেন-কা'ব (রা.) বলেন, তোমরা কুরআনকে আঁকড়ে ধরো। কেননা, ঈড়সসড়হ ংবহংব-এর উপলব্ধি, প্রজ্ঞার আলো, ইলমের ঝর্ণাধারা এবং কালের বিবেচনায় আল্লাহর কিতাবসমূহের মধ্যে এটি সবচেয়ে নবতর কিতাব। তিনি (কা'ব রা.) আরও বলেনÑ তাওরাত কিতাবে আছে, হে মুহাম্মদ! আমি আপনার প্রতি নবতর তাওরাত নাযিল করেছি, যা অন্ধ দৃষ্টিকে, বধির কানকে এবং অবদমিত মনকে (মনে থাকা আকলকে) উন্মুক্ত করে দেবে। দারেমী, আবূ মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ ইবন আব্দির রহমান, আস-সুনান (বৈরূত : দারুল কিতাবিল আরাবী, ১৪০৭ হি.), হাদীস নং-৩৩২৭।

হাদীস-৮

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ ... ...أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ ... ... عَنْ أَبِى مَسْعُودٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا فِى الصَّلاَةِ وَيَقُولُ :اسْتَوُوا وَلاَ تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ لِيَلِنِى مِنْكُمْ أُولُو الأَحْلاَمِ وَالنُّهَى ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ .قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ فَأَنْتُمُ الْيَوْمَ أَشَدُّ اخْتِلاَفًا.

অনুবাদ : ইমাম মুসলিম (রহ.) আবূ মাসউদ (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি আবূ বকর বিন আবী শাইবাহ (রহ.) থেকে শুনে তাঁর ‘সহীহ’ গ্রন্থে লিখেছেন-আবূ মাস‘ঊদ (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ (স.) সলাতের সময় আমাদের কাঁধ স্পর্শ করে বলতেন- তোমরা সোজাসুজি দাঁড়াও এবং আগে পিছে ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে দাঁড়িও না। অন্যথায় তোমাদের মন (মনে থাকা ঈড়সসড়হ ংবহংব) মতভেদে লিপ্ত হয়ে পড়বে। ঈড়সসড়হ ংবহংব সম্পন্ন ব্যক্তিরা আমার কাছাকাছি দাঁড়াবে। অতঃপর এ গুণে (ঈড়সসড়হ ংবহংব-এর গুণে) যারা তাদের নিকটবর্তী তারা পর্যায়ক্রমে কাছাকাছি দাঁড়াবে। আবূ মাস‘ঊদ (রা.) বলেন, কিন্তু আজকাল তোমাদের মধ্যে চরম বিভেদ-বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে। মুসলিম, আস-সহীহ, হাদীস নং-১০০০

হাদীস-৯

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ ... ...عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ : إِنَّ اللهَ لاَ يَقْبِضُ العِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ العِبَادِ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ العِلْمَ بِقَبْضِ العُلَمَاءِ، حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَّالًا، فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا.

অনুবাদ : ইমাম বুখারী (রহ.) ‘আবদুল্লাহ বিন ‘আমর বিন ‘আস (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি ইসমাঈল বিন আবী উয়াইস থেকে শুনে তাঁর ‘সহীহ’ গ্রন্থে লিখেছেন-‘আবদুল্লাহ বিন ‘আমর বিন ‘আস (রা.) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (স.)-কে বলতে শুনেছি, নিশ্চয় আল্লাহ সরাসরি বান্দাদের থেকে ইলম উঠিয়ে নেবেন না। কিন্তু (প্রকৃত) আলিমদের উঠিয়ে নেওয়ার মাধ্যমে ইলম উঠিয়ে নেওয়া হবে।যখন কোনো (প্রকৃত) আলিম অবশিষ্ট থাকবে না তখন লোকেরা বে-আকল ব্যক্তিদেরকে মাথা (জ্ঞানের আধার) বানিয়ে নেবে। অতঃপর তাদেরকে কোনো কিছু জিজ্ঞেস করা হলে না জানলেও তারা সিদ্ধান্ত (ফতওয়া) দিয়ে দেবে। ফলে তারা নিজেরাও পথভ্রষ্ট হবে এবং অন্যকেও পথভ্রষ্ট করবে। বুখারী, আস-সহীহ, হাদীস নং ১০০।

হাদীস-১০

أَخْرَجَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ ’مُسْنَدِهِ‘ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ لَقَدْ جَلَسْتُ أَنَا وَأَخِي مَجْلِسًا مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِهِ حُمْرَ النَّعَمِ أَقْبَلْتُ أَنَا وَأَخِي وَإِذَا مَشْيَخَةٌ مِنْ صَحَابَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُلُوسٌ عِنْدَ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِهِ فَكَرِهْنَا أَنْ نُفَرِّقَ بَيْنَهُمْ فَجَلَسْنَا حَجْرَةً إِذْ ذَكَرُوا آيَةً مِنْ الْقُرْآنِ فَتَمَارَوْا فِيهَا حَتَّى ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمْ فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُغْضَبًا قَدْ احْمَرَّ وَجْهُهُ يَرْمِيهِمْ بِالتُّرَابِ وَيَقُولُ مَهْلًا يَا قَوْمِ بِهَذَا أُهْلِكَتْ الْأُمَمُ مِنْ قَبْلِكُمْ بِاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ وَضَرْبِهِمْ الْكُتُبَ بَعْضَهَا بِبَعْضٍ إِنَّ الْقُرْآنَ لَمْ يَنْزِلْ يُكَذِّبُ بَعْضُهُ بَعْضًا بَلْ يُصَدِّقُ بَعْضُهُ بَعْضًا فَمَا عَرَفْتُمْ مِنْهُ فَاعْمَلُوا بِهِ وَمَا جَهِلْتُمْ مِنْهُ فَرُدُّوهُ إِلَى عَالِمِهِ.

অনুবাদ : আমর ইবনুল আস (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি আনাস ইবন ইয়ায (রহ.) থেকে শুনে ‘মুসনাদে আহমাদ’ গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে-আমর ইবন শুআইব ইবনুল আস (রা.) বলেন- আমি ও আমার ভাই এক মজলিশে বসলাম, আর সে জায়গাটি লাল পিঁপড়ে থাকার কারণে আমি তা পছন্দ করলাম না, তাই সামনে অগ্রসর হলাম।এমনকি বয়োজ্যেষ্ঠ সাহাবীদের নিকটবর্তী হয়ে গেলাম যারা রাসূলুল্লাহ (স.)-এর ঘরের দরজার একটি দরজার সামনে বসেছিলেন। আর আমরা তাদের থেকে পৃথক হওয়াকে অপছন্দ করলাম, অতঃপর তাদের মাঝে একটি পাথরের ওপর বসলাম।তাঁরা কুরআনের একটি আয়াত বলছিল অতঃপর সেটি নিয়ে বিতর্ক করছিল, এমনকি তাদের আওয়াজ উঁচু হয়ে গেলো।অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স.) রাগান্বিত অবস্থায় বের হলেন, আর তার মুখম-ল রক্তিম হয়ে গেলো, তিনি তাদের প্রতি মাটি ছুঁড়ে মারলেন এবং বললেন-আরে হে সম্প্রদায়! তোমাদের পূর্ববর্তী নবীদের কওম তাদের কিতাব নিয়ে এ ধরনের বিতর্ক করার কারণেই ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। তারা কিতাবের একটি অংশ দিয়ে অন্য অংশকে রহিত করেছিল।
নিশ্চয় এই কুরআনের এক অংশ অন্য অংশকে রহিত করার জন্য নাযিল করা হয়নি। বরং একাংশ অপর অংশের সত্যতা প্রমাণ করার জন্য নাযিল করা হয়েছে।তাই এতে থাকা যে সকল বিষয়ে তোমরা জ্ঞান-বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে পারো তার ওপর আমল করো। আর যা তোমাদের ঈড়সসড়হ ংবহংব-এর বাইরে, তা ঐ বিষয়ে যারা (বিশেষজ্ঞ) জ্ঞানী তাদের দিকে ফিরিয়ে দাও। আহমাদ, আল-মুসনাদ, হাদীস নং-৬৭০২।

হাদীস-১১

أَخْرَجَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ... ... ... عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ نَزَلَ الْقُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ الْمِرَاءُ فِى الْقُرْآنِ كُفْرٌ - ثَلاَثَ مَرَّاتٍ - فَمَا عَرَفْتُمْ مِنْهُ فَاعْمَلُوا وَمَا جَهِلْتُمْ مِنْهُ فَرُدُّوهُ إِلَى عَالِمِهِ.

অনুবাদ : ইমাম আহমাদ (রহ.) আবূ হুরাইরা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি আব্দুল্লাহ (রহ.) থেকে শুনে 'মুসনাদে আহমাদ' গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে-আবূ হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন- কুর'আন সাত (আঞ্চলিক) উচ্চারণে নাযিল হয়েছে। আর কুর'আনে পরস্পর বিরোধিতা/সন্দেহ আছে বলা কুফরী। এই কথা তিনি তিনবার বলেছেন। তাই এতে থাকা যে সকল বিষয়ে তোমরা জ্ঞান-বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে পারো তার ওপর আমল করো। আর যা তোমাদের আকল-এর বাইরে, তা ঐ বিষয়ে যারা (বিশেষজ্ঞ) জ্ঞানী তাদের দিকে ফিরিয়ে দাও। আহমাদ, আল-মুসনাদ, হাদীস নং-৭৯৭৬

আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের উৎস তিনটির মধ্যে পার্থক্য

তাত্ত্বিক (Theoretical) পার্থক্য

১. কুরআন: আল্লাহ প্রদত্ত মূল প্রমাণিত জ্ঞান
২. সুন্নাহ: আল্লাহ প্রদত্ত প্রমাণিত জ্ঞান। এটি কুরআনের ব্যাখ্যা
৩. Common sense: জন্মগতভাবে আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ (অপ্রমাণিত) জ্ঞান

ব্যবহারিক (Practical) পার্থক্য

১. কুরআন (আল্লাহ তা'য়ালা) : মালিক এবং মূল ব্যাখ্যাকারী
২. সুন্নাহ (রাসূল সা.) : মালিকের নিয়োগকৃত কুরআনের ব্যাখ্যাকারী
৩. Common sense: মালিকের নিয়োগকৃত ইসলামের ঘরের দারোয়ান

মহান আল্লাহ আমাদের সকলকে ইসলাম সঠিকভাবে বুঝা, সে অনুযায়ী আমল করা এবং অপরকে বুঝানো তৌফিক দান করুন। আমিন! ছুম্মা আমিন!!

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে
ওয়েবসাইট : www.qrfbd.org
ই-মেইল : qrfbd2012@gmail.com
সার্বিক যোগাযোগ
০১৯৪৪-৪১১৫৫৯(আইটি), ০১৯৭৯-৪৬৪৭১৭(দাওয়াহ)